বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৪-২০১৫

শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়

www.mole.gov.bd

ইমেইল ঃ info@mole.gov.bd

শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৪-২০১৫

সার্বিক তত্ত্বাবধান ঃ **মিঞা আবদুল্লাহ মামুন**
অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)

সমন্বয় ঃ মোঃ শাহজাহান মিয়া
উপসচিব (প্রশাসন)

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ ১. সৈয়দ আহম্মদ
মহাপরিদর্শক (অতিরিক্ত সচিব)

২. মোঃ ফয়জুর রহমান
যুগ্ম-সচিব (শ্রম)

৩. মোঃ আশরাফুজ্জামান
শ্রম পরিচালক (যুগ্মসচিব)

৪. বেগম শাহীন আখ্তার
সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন)

৫. মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান মোড়ল
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

৬. মোঃ আরিফুল ইসলাম
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

৭. শ্যামল চন্দ্র পাল
অফিস সহকারী (চঃদাঃ)

প্রচ্ছদ ঃ মোঃ সাইফুল ইসলাম
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা

প্রকাশকাল ঃ জুলাই, ২০১৫

প্রকাশনায় ঃ শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ ঃ বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
তেজগাঁও, ঢাকা ।

মোঃ মুজিবুল হক, এম.পি
প্রতিমন্ত্রী
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ সালের সম্পাদিত কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। আমি এ প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক বজায় রেখে শিল্প কলকারখানায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বর্তমান সরকারের রুপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬-কে যুগোপযোগী ও আধুনিক করে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রকাশ করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন (সংশোধনী) আইন, ২০১৩ সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের স্বার্থে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যান ফাউন্ডেশন বিধি ২৬ আগষ্ট/২০১৫ তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ শ্রম আইনের বিধি চুড়ান্ত অনুমোদন ও ভেটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। বিগত বছরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সাথে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ও কার্যক্রম আরো সুদৃঢ় হয়েছে। বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরী কাঠামো ঘোষনা এবং সর্বোপরি শিল্প কারখানায় বিশেষ করে গার্মেন্টস সেক্টরে সার্বিক পরিস্থিতি সন্তোষজনক রাখার লক্ষ্যে মানসম্মত ও যথাযথ পরিদর্শন ও মনিটরিং ব্যবস্থা প্রবর্তন ইত্যাদি বিবেচনায় আলোচ্য এ প্রতিবেদন মাইল ফলক হিসেবে বিবেচিত হবে মর্মে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

২০১৪-১৫ অর্থ বৎসরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার মাধ্যমে এ মন্ত্রণালয়ের হালনাগাদ তথ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিত করাসহ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সার্বিক সফলতা কামনা করি।

(**মোঃ মুজিবুল হক**, এম.পি)

সচিব
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ সনের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদনটিতে এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহের কর্মপরিধি, সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক কাঠামো, প্রাতিষ্ঠানিক অর্জন ইত্যাদির স্বয়ংসম্পূর্ণ বর্ণনাও এ প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে। এসব তথ্যাদি বার্ষিক প্রতিবেদন আকারে প্রকাশের ফলে তা মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের স্পস্টতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানদন্ড মর্মে বিবেচিত হবে।

দেশের প্রচলিত আইন ও শ্রমের আন্তর্জাতিক মানদন্ড সমুন্নত রেখে শ্রমিক, মালিক ও সরকার পক্ষের সুসম্পর্ক নিশ্চিতকরণ এবং বর্হিবিশ্বের সংশ্লিষ্ট দেশ ও সংস্থাসমূহকে আস্থায় রাখার প্রচেষ্টার মাধ্যমে উৎপাদনের অগ্রযাত্রা এবং শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়। যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে আস্থায় নিয়ে ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম আইনের বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। তাছাড়া, এ মন্ত্রণালয়ের আওতায় জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি, জাতীয় শ্রমনীতি এবং জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন সংশোধন ও আইনটির বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে কল্যাণধর্মী এ আইনটি বাস্তবায়নযোগ্য এবং অধিকতর শ্রম বান্ধব করা হয়েছে, যার সুফল শ্রমজীবি সমাজ পেতে শুরু করেছে। ব্যক্তি মালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইনের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা নিরসন করে কল্যাণধর্মী এ আইনটিকেও বাস্তবায়নযোগ্য করার লক্ষ্যে সংশোধনের জন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহকর্মীদের জন্য সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতিমালা প্রণয়নের কাজ প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। দেশের রপ্তানী আয়ের সিংহভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী ও প্রত্যক্ষভাবে চল্লিশ লক্ষাধিক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী গার্মেন্টস শিল্পকে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শতভাগ সক্ষম করে তোলার উদ্দেশ্যে এ মন্ত্রণালয় নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিরলস প্রচেষ্টা আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে মর্মে আমি দৃঢ় আশাবাদী।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে ধন্যবাদ জানাই।

(মিকাইল শিপার)

মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন
অতিরিক্ত সচিব(প্রশাসন)
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বিগত অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের পরিমাণ ও গুণগত মান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন এবং এ মূল্যায়নের ভিত্তিতে কর্মসম্পাদনের লক্ষ্য ও কর্মকৌশল নির্ধারণের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত করে। ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের ক্ষেত্রে তাই তথ্যের বস্তুনিষ্ঠতার প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে যাতে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য নির্ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়।

বর্তমান সরকারের সময়কালে গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরসহ ৩৫টি সেক্টরে নূন্যতম নতুন মজুরী কাঠামো ঘোষণা ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ কে যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন) আইন, ২০১৩ প্রকাশ করা হয়েছে। তাছাড়া, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ বাস্তবায়নসহ ত্রিপক্ষীয় পরামর্শক পরিষদ (টিসিসি) গঠন, জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি, ২০১০ প্রণয়ন, জাতীয় শিল্প, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং এতদসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালার খসড়া চূড়ান্তকরণ, ইসিএনএসডিসি গঠন, এনএসডিসি সচিবালয় গঠন এবং এর আওতায় জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা,২০১১ চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয়েছে। দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য সৌহার্দপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, বিভিন্ন শিল্প এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ বাস্তবায়ন, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের জন্য নূন্যতম মজুরী নির্ধারণ ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজ সমূহের অন্যতম।

এ প্রতিবেদনটিতে বস্তুনিষ্ঠ ও যুগোপযোগী তথ্য সরবরাহ ও সম্পাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

(মিঞা আব্দুল্লাহ মামুন)

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	ভূমিকা	৮
২।	মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি - কর্মপরিধি - জনবল	৮-৯
৩।	শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো	৯
৪।	শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী	১০
৫।	মন্ত্রণালয়ের ২০১৪-২০১৫ সালের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড	১১-১৭
৬।	মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ সংস্হাসমূহ ঃ	
	(ক) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর	১৮-২৩
	(খ) শ্রম পরিদপ্তর	২৪-২৯
	(গ) শ্রম আপীল ট্রাইবুনাল ও শ্রম আদালত	৩০
	(ঘ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড	৩১
	(ঙ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)	৩২-৩৪
	(চ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন	৩৫

পরিশিষ্ট

১.	আইএলও কনভেনশন	৩৬-৩৭
২.	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা	৩৮-৪২

ভূমিকা

দেশে শিল্প সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি সুশৃংখল পরিবেশ সমুন্নত রাখা এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচনের উদ্দেশ্যে দেশের জনগোষ্ঠিকে জনসম্পদে পরিণত করা শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও সুষ্ঠু শিল্প সম্পর্ক বজায় রেখে উৎপাদনমুখী কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও ব্যবসা বাণিজ্যের সম্প্রসারণের অনুকূল পরিবেশ তৈরীতে সহায়তা করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন, দেশের অদক্ষ জনগোষ্ঠিকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা, শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার লক্ষে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি করা, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যে কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়সহ শ্রমিকদের আইনগত অধিকার নিশ্চিত করা, বিভিন্ন শ্রম এলাকায় শ্রম কল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা, শ্রম ও শিল্প সম্পর্কিত আইন, নীতি, বিধি ইত্যাদি প্রণয়ন, সংশোধন ও বাস্তবায়ন করা, শ্রম আদালতের মাধ্যমে শ্রম ক্ষেত্রে সুবিচার নিশ্চিত করা, শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ, বিভিন্ন দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) সাথে কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা ইত্যাদি হচ্ছে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মৌলিক কাজসমূহের অন্যতম।

একটি দেশের উন্নয়নে শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাস্তব কারণে উন্নত দেশগুলোসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় তথা শ্রম সম্পর্কিত মন্ত্রণালয় দেশ ও সরকারের জন্য একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়।

বিগত মহাজোট সরকারের প্রধান দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী Vision-2021 এর আলোকে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জনে সক্ষম একটি দ্রুত বিকাশমান অর্থনীতির ভিত্তি রচনা করে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার অঙ্গীকার বাস্তবায়নের প্রেক্ষাপটে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। শ্রমজীবি মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, MDG এর লক্ষমাত্রা অনুযায়ী স্বল্প সময়ের মধ্যে দারিদ্র বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, যুব সমাজের কর্মসংস্থান সৃষ্টি, শ্রম আইনের যুগোপযোগিকরণ, জাতীয় শ্রম নীতি পুর্নমূল্যায়ণ, ন্যূনতম মজুরী পুনর্নির্ধারণ, শিশুশ্রম নিরসন, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সৃষ্টি, আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি, শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধানের কর্মকৌশল হিসেবে এ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে।

২.০.০ মন্ত্রণালয় রূপকল্প (Vison)

শোভন (Decent) কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিকদের উন্নত জীবন মান।

৩.০.০ অভিলক্ষ্য (Mission)

শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিরাপদ কর্ম পরিবেশ সৃজন, শান্তিপূর্ণ শিল্প সম্পর্ক বজায় রাখা, শিশুশ্রম নিরসন এবং দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪.০.০ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

৪.০.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কর্মপরিবেশ উন্নয়ন এবং শ্রমিকদের কল্যাণ জোরদার করণ;
খ. শ্রম সম্পর্কিত কমপ্লায়েন্স উন্নয়ন; এবং
গ. দক্ষ শ্রমশক্তি সৃষ্টির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি।

৪.০.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

ক. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মনোন্নয়ন;
খ. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
গ. আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
ঘ. প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
ঙ. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।

৫.০.০ কার্যাবলি (Functions)

১. শ্রমিকদের শিক্ষা, কল্যাণ সাধন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধান;
২. শ্রম প্রশাসন ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত জনশক্তি তৈরি ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
৩. ট্রেড ইউনিয়ন নিবন্ধন, শিল্প ও শ্রম বিরোধ নিষ্পত্তি, ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন এবং শিল্প কারখানা নিবন্ধন।
৪. শ্রম আইন ও বিধি প্রণয়ন, প্রয়োগ এবং শিশুশ্রম নিরসন;
৫. শ্রম ও জনশক্তি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আই.এল.ও.সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সাথে কাজ করা ও চুক্তি সম্পাদন;
৬. দেশে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মমুখী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমন্বয়;
৭. কারখানা ও প্রতিষ্ঠানে কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণ।
৮. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ সম্পর্কিত জাতীয় নীতিমালা প্রণয়ন ।
৯. ব্যক্তিমালিকানাধীন বিভিন্ন শিল্প সেক্টরে মজুরী বোর্ড গঠন ও ন্যূনতম মজুরী বাস্তবায়ন;
১০. শ্রম ও শিল্পকল্যাণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্হার কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ।
১১. শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর ও সংস্হাসমূহের কার্যক্রম তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ।

৬.০.০. সাংগঠনিক কাঠামো

৬.০.১ প্রশাসনিক কাঠামো অনুযায়ী শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ে একজন সচিবের অধীনে একজন অতিরিক্ত সচিব ও তিন জন যুগ্মসচিবের তত্ত্বাবধানে চারটি অনুবিভাগ রয়েছে ঃ

(১) প্রশাসন অনুবিভাগ (২) শ্রম অনুবিভাগ (৩) রপ্তানীমূখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ ও (৪) উন্নয়ন অনুবিভাগ ।

৬.০.২ প্রশাসন অনুবিভাগ

প্রশাসন, প্রশিক্ষণ, সংস্থাপন, আইন ও আদালত, আইসিটি সেল ও লাইব্রেরী নিয়ে প্রশাসন অনুবিভাগ গঠিত। এর আওতায় রয়েছে মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রণালয়ের অধীনস্হ দপ্তর ও পরিদপ্তরসমূহের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেটের অধীনে গৃহীত কার্যক্রমের আর্থিক ও প্রশাসনিক দিকসমূহ। প্রশাসন অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৪ জন উপসচিব, ০১ জন সিস্টেম এনালিষ্ট, ০৮ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। এছাড়াও ০১ জন অতিরিক্ত সচিব, ১ জন যুগ্ম-সচিব সংযুক্তিতে কর্মরত আছেন।

৬.০.৩ শ্রম অনুবিভাগ

শ্রম বিষয়ক তিন'টি অধিশাখা নিয়ে গঠিত শ্রম অনুবিভাগ। এ অনুবিভাগের আওতায় রয়েছে শ্রম পরিদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরসহ সকল অধীনস্হ সংস্হার প্রশাসন ও উন্নয়ন বহির্ভূত অন্যান্য বিষয়সমূহ যেমন শ্রম আইন ও বিধি সংক্রান্ত নীতিমালা, শিল্প সম্পর্ক, শ্রম কল্যাণ, আদালতসমূহের রায়/রিপোর্ট কার্যবিবরণী প্রকাশ, নিম্নতম মজুরী বোর্ড, শ্রম সংক্রান্ত পরিসংখ্যান/তথ্যাবলী সংরক্ষণ ও প্রকাশনা এবং এসব বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে নিবিড় যোগাযোগ রক্ষা করা। এছাড়া আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) এর সাথে কার্যকরী যোগাযোগ রক্ষাসহ এ সংক্রান্ত কার্যাবলী বাস্তবায়ন। শ্রম অনুবিভাগে রয়েছেন মোট ০৩ জন উপসচিব, ০৫ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব।

৬.০.৪ রপ্তানীমূখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা অনুবিভাগ

রপ্তানীমূখী শিল্প ও আন্তর্জাতিক সংস্থা এ দু'টি অধিশাখা নিয়ে এ অনুবিভাগ গঠিত। রপ্তানীমূখী শিল্প সংক্রান্ত জাতীয় ত্রিপক্ষীয় কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, নারী শ্রমিকদের শ্রম, সামাজিক নিরাপত্তা, নিরাপদ কর্মপরিবেশ সংক্রান্ত কার্যক্রম, শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষ্যে নীতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। আই.এল.ও এর আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক শ্রম সম্মেলন সংক্রান্ত কার্যক্রম। আই.এল.ও গভার্নিং বডির বিভিন্ন সভা সংক্রান্ত কার্যবলী, আই.এল. ও এর অনুসমর্থন প্রক্রিয়াকরণ। ডিসেন্ট ওয়ার্ক লেবার ষ্ট্যান্ডার্ড, সোশ্যাল সিকিউরিটি, অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেলথ, আনএমপ্লয়মেন্ট, সোশ্যাল ডাইলগ, বিভিন্ন জাতীয়/আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মিশন সংক্রান্ত কার্যক্রম। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০১ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০১ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,০৫ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৬.০.৫ উয়ন্নন অনুবিভাগ

বাজেট, পরিকল্পনা ও কর্মসংস্থান এ নিয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ গঠিত। মন্ত্রণালয় এবং অধীনস্থ অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থাসমূহের বাজেট প্রণয়ন, বিতরণ, সংশোধন, অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভ্রমণ বিল প্রস্তুত, চেক সংগ্রহ ও বিতরণ, সিএও অফিসের সাথে যোগাযোগ। মন্ত্রণালয়ের পঞ্চম বার্ষিকী, মধ্য মেয়াদী ও বিশেষ উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণে সহায়তা, এনএসডিসি সচিবালয়ের কার্যক্রম তদারকি, কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্রসমূহের পর্যবেক্ষণ এবং নতুন নতুন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনসহ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। এ অনুবিভাগে রয়েছে ০১ জন যুগ্ম-সচিব, ০২ জন উপসচিব, ০১ জন উপ-প্রধান, ০২ জন সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব,০৬ জন সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান।

৭.০.০ মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

১। **<u>শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনঃ</u>** শ্রমজীবী মানুষের আইনানুগ অধিকার বাস্তবায়ন, কমপ্লায়েন্স ও পারস্পরিক সম্পর্কের আইনগতভিত্তি সুদৃঢ় করা, উৎপাদনশীতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের লক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের উল্লেখ্যযোগ্য ও প্রধান পদক্ষেপ হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ সংশোধনের মাধ্যমে সময়োপযোগী করা। এ সংশোধনের মাধ্যমে শ্রমিকদের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন পদ্ধতি সহজীকরণ, শ্রমিকের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ও কারখানার নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ্যযোগ্য পরিবর্তন এনে শ্রম আইন সংশোধন করা হয়েছে। আশা করা যায় সংশোধিত এ শ্রম আইন বাস্তবায়নের মাধ্যমে শিল্পের স্বার্থ রক্ষা করে শ্রমিকের অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। বর্তমানে এর বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

২। **<u>শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা বৃদ্ধিঃ</u>** রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সাথে বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসর গ্রহণের বয়সের সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ কর্মক্ষমতাকে কাজে লাগানোর জন্য শ্রমজীবি মানুষের দাবীর প্রেক্ষাপটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় ঘোষণা অনুযায়ী বেসরকারী সেক্টরের শ্রমিকদের অবসরগ্রহনের বয়সসীমা ৫৭ থেকে ৬০ বছরে উন্নীত করে **বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬** এর সংশ্লিষ্ট বিধান সংশোধন ও কার্যকর করা হয়েছে।

৩। **<u>চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর কর্তৃপক্ষের টেড ইউনিয়ন সংশ্লিষ্ট আইন সংশোধনঃ</u>** চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর ব্যবহারে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও বন্দর দু'টির সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ডক শ্রমিক ব্যবস্থাপনা বোর্ড বিলুপ্ত করে বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর ১৮৫নং ধারা সংশোধনের মাধ্যমে প্রতি কর্তৃপক্ষের অধীনে একটি মাত্র ট্রেড

ইউনিয়ন গঠনের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে বন্দর দু'টি পরিচালনায় অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে অধিকতর শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়েছে এবং সক্ষমতাও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রসারে ইতিবাচক ভুমিকা রাখছে।

৪। **শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়নঃ** দেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের কল্যাণ সাধনের নিমিত্ত **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ প্রণয়ন করা হলেও আইনের বিধিমালা প্রণীত না হওয়ায় এ আইনের বাস্তব প্রয়োগ সম্ভব হচ্ছিল না। এর প্রেক্ষিতে সরকার বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ প্রণয়ন করেছে।** এ আইনের বিধান স্পষ্টীকরণ ও বাস্তবায়নে বাধ্যবাধকতা আরোপ করে **বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩** জারী করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে বিধিমালাটিও সংশোধন করা হয়েছে।

৫। **জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়নঃ দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য সরকারের একটি আধুনিক ও যুগোপযোগী জাতীয় শ্রমনীতি** থাকা আবশ্যক। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের এক বছরের মধ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বাধীন সরকার শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সনে শ্রমনীতি প্রণয়ন করেছিল পরবর্তীতে ১৯৮০ সনেও একটি শ্রমনীতি ঘোষিত হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে এবং জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার উদ্দেশ্যে একটি আধুনিক শ্রমনীতি প্রণয়ন অপরিহার্য হয়ে পড়ায় বিদ্যমান বাস্তবতার আলোকে জাতীয় শ্রমনীতি ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৬। শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়নঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এ নীতি বাস্তবায়নের লক্ষে একটি জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০০৩ সনের সমীক্ষা অনুযায়ী দেশে শ্রমে নিয়োজিত শিশুর সংখ্যা ৩.২ মিলিয়ন এবং তাদের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত ১.৩ মিলিয়ন। শিশুশ্রম নিরসনে বাংলাদেশ সরকার জাতীয় পর্যায়ে এবং আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে অঙ্গীকারাবদ্ধ। ১৯৯০ সনে জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ এবং ২০০১ সনে আইএলও কনভেনশন-১৮২ (নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন কনভেনশন, ১৯৯৯) বাস্তবায়নে সরকারের সদিচ্ছা প্রতিফলিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালায় শিশুশ্রমকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ শ্রম (সংশোধন-২০১৩) আইন, ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছর বয়স পূর্ন হয়নি এমন শিশুকে শ্রমে নিয়োগ এবং অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের কিশোরকে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

৭। **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা ২০১২** প্রণয়নঃ বিশ্বায়নের যুগে দেশের শিল্পায়ন, কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও বহিঃবাণিজ্য প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার লক্ষ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিত করা একান্ত প্রয়োজন। বিদ্যমান বাস্তবতার প্রেক্ষিতে দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিল্প স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কাউন্সিল গঠন এবং **জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে।**

৮। জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১ প্রণয়নঃ সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে দেশের মানব সম্পদের দক্ষতা উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে যাবতীয় কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে চেয়ারপার্সন করে ৩৭ (সাঁইত্রিশ) সদস্য বিশিষ্ট সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ National Skill Development Council (NSDC) গঠন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা বৈঠকের অনুমোদনের ভিত্তিতে **জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি, ২০১১** জারী করা হয়েছে। নীতিমালায় বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে দিকনির্দেশনা দেয়ার পাশাপাশি দক্ষতা উন্নয়নের সকল উপাদান ও সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে সুসমন্বয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ''Time Bound Action Plan'' প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯। **ব্যক্তিমালিকাধীন বেসরকারী সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা ২০১২ প্রণয়নঃ** বেসরকারী সড়ক পরিবহন খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণে **ব্যক্তিমালিকানাধীন সড়ক পরিবহন শ্রমিক কল্যাণ তহবিল আইন, ২০০৫** প্রণীত হলেও তা বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা না থাকায় এ আইনের সুফল শ্রমিকেরা পাচ্ছিল না। ফলে শ্রমিক কল্যাণধর্মী আইনটির বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে **ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারী সড়ক শ্রমিক কল্যাণ তহবিল বিধিমালা, ২০১২ সংশোধনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।**

১০। **শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা প্রণয়নঃ** ২০০১ সনে বাংলাদেশ নিকৃষ্ট ধরণের শিশুশ্রম নিরসন সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার কনভেনশন ১৮২ অনুসমর্থন করেছে। উক্ত কনভেনশনের বিধান (দফা ৪) অনুসারে অনুসমর্থনকারী দেশ সংশ্লিষ্ট মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের সাথে আলোচনাক্রমে শিশুদের স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা কিংবা নৈতিকতার পক্ষে হানিকর কাজের তালিকা প্রণয়ন ও সময় সময় পুনঃনির্ধারণ করবে। সে প্রেক্ষিতে সরকার এ সংশ্লিষ্ট সিভিল সোসাইটি, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের সাথে আলোচনা করে দেশের ইতিহাসে ১ম বারের মত ৩৮টি কাজকে শিশুদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ নির্ধারণপূর্বক গেজেট প্রকাশ করা হয়।

১১। **গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি প্রণয়নঃ** শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গৃহকর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট বিপুল সংখ্যক শ্রম গোষ্ঠীকে শ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং তাদের সুরক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণ নীতি খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে যা দ্রততম সময়ে মন্ত্রীসভার অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হবে।

১২। **''শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতিমালা'' প্রণয়নের উদ্যোগঃ** 'শিশুদের জন্য জাতীয় সিএসআর নীতি' প্রণয়নের লক্ষে সেভ দ্য চিলড্রেন এবং শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মধ্যে গত ১৭/০৭/২০১৩ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ নীতি প্রণয়নে ইউরোপীয় ইউনিয়ন আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। নীতিটির খসড়া প্রণয়নের লক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৭/০৮/২০১৩ তারিখে একটি ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। ওয়ার্কিং গ্রুপ ইতোমধ্যে নীতির খসড়া প্রণয়ন করেছে।

১৩। **ILO কনভেশন অনুস্বাক্ষরঃ** ১৯৭২ সনে বঙ্গবন্ধুর সরকারের সময় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। একই বছরের ২২ জুন বাংলাদেশ ২৯টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করে, যা বিশ্বের একটি বিরল ঘটনা। পরবর্তীতে ১৯৯৮ সনে ১টি এবং সর্বশেষ ২০১৪ সনে আরো ২টি কনভেনশন বাংলাদেশ অনুসমর্থন করে। বাংলাদেশ এ যাবত ৩৫টি আইএলও কনভেনশন অনুসমর্থন করেছে যার মধ্যে ৩২টি কনভেনশনই আওয়ামী লীগ সরকারের সময়ে অনুসমর্থিত হয়েছে।

১৪। **নিম্নতম মজুরী নির্ধারণঃ**

(ক) রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণঃ বিগত মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসে রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের মজুরি কাঠামো নির্ধারণের জন্য **জাতীয় মজুরি ও উৎপাদনশীলতা কমিশন ২০১০** গঠন করে। কমিশনের সুপারিশের আলোকে শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৬ (ষোল)টি ধাপে সর্বনিম্ন ২,৪৫০/-(দুই হাজার চারশত পঞ্চাশ) টাকা হতে ৪,১৫০/-(চার হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা এবং সর্বোচ্চ ৩,৫০০/-(তিন হাজার পাঁচশত) টাকা হতে ৫,৬০০/-(পাঁচ হাজার ছয়শত) টাকায় মজুরি স্কেল ও ভাতা/প্রান্তিক সুবিধাদি নির্ধারণ করে **পণ্য উৎপাদনশীল রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান শ্রমিক (চাকুরির শর্তাবলী) আইন, ২০১২** জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে। নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পুনরায় জাতীয় মজুরী ও উৎপাদশীলতা কমিশন-২০১৫ গঠনের কাজ শুরু হয়েছে।

(খ) বেসকারী শিল্প সেক্টরে নিম্নতম মজুরী ঘোষণাঃ বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর আওতায় ঘোষিত মোট ৪২ (বিয়াল্লিশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের মধ্যে এ পর্যন্ত ৩৮ (আটাত্রশ)টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরি পুনঃনির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৪(চার)টি সেক্টরের কার্যক্রম চলমান।

(গ) গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরের জন্য নিম্নতম মজুরী ঘোষণাঃ ২০০৯ সনে সরকার ক্ষমতায় এসে ২০১০ সনে দেশের শ্রমঘন ও সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী গার্মেন্টস সেক্টরের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ১৬৬২ টাকা হতে ৮২% বৃদ্ধি করে ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা পুনঃনির্ধারণ ও বাস্তবায়ন করেছে। পরবর্তীতে পূণরায় ২০১৩ সনে গার্মেন্টস শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী ৩,০০০/-(তিন হাজার) টাকা হতে ৭৭% বৃদ্ধি করে ৫,৩০০/- টাকা পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।

১৫। দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়নঃ

(ক) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সচিবালয় গঠনঃ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নে NSDC ও ECNSDC-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য NSDC-সচিবালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে এ সচিবালয়ের কাযক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(খ) শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI)ঃ শ্রম পরিদপ্তরের অধীন ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় শহরে চারটি **IRI** স্থাপনের মাধ্যমে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষে শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক পক্ষের প্রতিনিধি এবং শ্রম প্রশাসনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ২০০৯ থেকে অদ্যাবধি (মার্চ, ২০১৫) সময় পরিসরে এ ৪টি **IRI**-তে ৪৬৯টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে ১২,৩৮৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

(গ) **কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)ঃ** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের বিপুল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠিকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে মানব সম্পদে পরিণত করার উদ্দেশ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২৬টি জেলায় ৩২৫.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বর্ণিত ২৬টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ১৯টি কর্মপযোগী ট্রেডের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। প্রতি বছর টিটিসিসমূহ হতে ২৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। যার ফলে দেশে বিদেশে তারা চাকুরী করে একদিকে বেকারত্ব দূর করছে অন্যদিকে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

(ঘ) বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসন (৩য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণঃ বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশুশ্রম নিরসনের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক ইতোমধ্যে তিন পর্যায়ে ০৩ (তিন)টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্ণিত প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় ৩য় পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন কাজ জুলাই, ২০১০ থেকে শুরু হয়ে জুন ২০১৪-তে সমাপ্ত হয়েছে। ৩য় পর্যায়ে ৬৮৬৪.০০ লক্ষ (আষট্টি কোটি চৌষট্টি লক্ষ) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) শিশু শ্রমিককে ০২(দুই) বছরের উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা এবং ০৯ (নয়)টি ট্রেডে ০৬(ছয়) মাস ব্যাপী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪র্থ পর্যায়ে কর্মপরিকল্পনা প্রনয়নের কাজ চলছে।

(ঙ) ''Strengthening of Compliance Level of Labour Laws Across the Shrimp Value Chain in Bangladesh'' শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণঃ রপ্তানিমূখী চিংড়ি শিল্পে **বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬** এর যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজার বিশেষ করে ইউরোপিয়ান বাজারে বাংলাদেশের জন্য প্রতিযোগীতামূলক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষে এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে।

১৬। নারী শ্রমিকের দক্ষতা উন্নয়ন ও সচেতনা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রমঃ

Northern Areas Reduction of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণঃ উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার মহিলা জনগোষ্ঠীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে RMG সেক্টরে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে প্রায় ৩২৬ কোটি (তিনশত ছাবিবশ কোটি) টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে Northern Areas Reduction

of Poverty Initiatives (NARI) শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩টি EPZ এলাকায় (ঢাকা, চট্টগ্রাম, ঈশ্বরদি) ডমিটরি ও ট্রেনিং সেন্টার গড়ে তোলে দেশের উত্তরবঙ্গের দারিদ্রপীড়িত এলাকার ১০,৬০০ (দশ হাজার ছয়শত) জন যুব মহিলাকে গার্মেন্টস ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলা হবে।

১৭। শ্রম সংক্রান্ত অন্যান্য কাযক্রমঃ

(ক) **চাইল্ড লেবার ইউনিটঃ** Urban Informal Economy (UIE) programme of the project of support to the time bound programme towards the elimination of worst forms of child labor in Bangladesh শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ সনে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীনে শ্রম উইং-এর তত্ত্বাবধানে চাইল্ড লেবার ইউনিট (সিএলইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের একজন যুগ্ম-সচিব এ ইউনিটের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। দেশে শিশুশ্রম নিরসন সংশ্লিষ্ট সকল নীতি ও কার্যক্রম পরিকল্পিত ও সমন্বিতভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে শিশুশ্রম ইউনিট অনুঘটকের দায়িত্ব পালন করছে।

(খ) **যানজট নিরসন এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ে গৃহীত কার্যক্রমঃ** যানজট নিরসনে এবং বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের কৌশল হিসেবে ঢাকা মহানগরীর দোকানপাট, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিকে ৭টি অঞ্চলে বিভক্ত করে সাপ্তাহিক ছুটির জন্য এলাকা ভিত্তিক পৃথক পৃথক দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে যানজট এবং বিদ্যুৎ সমস্যার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাছাড়া দেশের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি মোকাবেলা ও জনগনের দুর্ভোগ লাঘবের উদ্দেশ্যে সরকার সকল দোকানপাট, মার্কেট, শপিংমল ও বিপনী বিতানসহ অন্যান্য বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার সময় সন্ধ্যে ৮.০০ টায় নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারী করেছে।

(গ) গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠনঃ গার্মেন্টস শিল্প সেক্টরে স্থিতিশীল পরিবেশ সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিতভাবে পর্যালোচনা ও দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে ১১ জন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর সমন্বয়ে গার্মেন্টস শিল্প বিষয়ক মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটি ইতোমধ্যে ৫ টি সভায় মিলিত হয়ে গুরুত্বপূর্ণ কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তন্মধ্যে বেশ কিছু সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে এবং অবশিষ্ট সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উক্ত কমিটি পোশাক শিল্পে ভবন ও অগ্নি-নিরাপত্তা বিষয়ক এবং তৈরী পোশাক শিল্পের সম্প্রাসরণ ও সহজীকরণ বিষয়ক দুইটি টাস্কফোর্স গঠন করেছে। ফলে গার্মেন্টস সেক্টরের অগ্রগতির অন্তরায়সমূহ নিরসন করে কাঙ্খিত উন্নয়ন সাধন করা সম্ভব হচ্ছে।

(ঘ) ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি গঠনঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট কোর কমিটি রয়েছে। উক্ত কমিটি কোন শ্রমঘন এলাকায় বা কোন কারখানায় শ্রম অসন্তোষের সম্ভাবনা দেখা দেয়ার আগে বা পরে উক্ত এলাকার কারখানার মালিক, শ্রমিক নেতা ও সংশ্লিষ্ট কারখানার শ্রমিকদের সমন্বয়ে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে শ্রমিক অসন্তোষ নিরসন করে থাকে। এছাড়া কমিটি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটিসমূহকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

(ঙ) আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি গঠনঃ ঢাকা, চট্টগ্রাম, গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ ও নরসিংদী জেলার শ্রমঘন এলাকার জেলাসমূহে জেলা প্রশাসকের সভাপতিত্বে ৯টি আঞ্চলিক ক্রাইসিস প্রতিরোধ কমিটি রয়েছে। কমিটি স্থানীয় এলাকায় কোন শ্রম অসন্তোষ দেখা দিলে স্থানীয় পর্যায়ে সরকার, মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সাথে আলোচনার মাধ্যমে অসন্তোষ নিরসন করে থাকে। কমিটিগুলোতে স্থানীয় মাননীয় সংসদ সদস্যরা উপদেষ্টা হিসেবে রয়েছেন।

(চ) কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীতকরণঃ তৈরি পোশাক শিল্পসহ সকল শিল্প সেক্টরে নিরাপদ কর্মপরিবেশ এবং শ্রমিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। উন্নীত হওয়ায় কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর ১ম পর্যায়ে ২৩টি জেলায় ৯৯৩ জন জনবল নিয়ে কাজ শুরু করেছে। পূর্বে এর জনবল ৩১৪ জন ছিল।

(ছ) **<u>কারখানা পরিদর্শনঃ</u>** গার্মেন্টস কারখানার নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কর্তৃক ঢাকায় ২০টি এবং চট্টগ্রামে ০৩টি সর্বমোট ২৩টি পরিদর্শন টীম গঠন করা হয়েছে। ডিসেম্বর ২০১৩ পর্যন্ত **৩,৭০০**টি গার্মেন্টস কারখানা পরিদর্শন করা হয়েছে এবং আইন অমান্য করায় শ্রম আদালতে **৩০৫**টি মামলা রুজু করা হয়েছে।

(জ) **<u>অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রমঃ</u>** ILO এর সহায়তায় শ্রমিক, মালিক ও শ্রম মন্ত্রণালয়ের যৌথ স্বাক্ষরে গত ১৬-০৩-২০১৩ তারিখে তৈরী পোশাক শিল্পে অগ্নি-নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট একটি ত্রিপক্ষীয় জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে সাভারের রানা প্লাজা দুর্ঘটনার কারণে তৈরী পোশাক শিল্পে ভবন নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে উক্ত কর্মপরিকল্পনায় ভবন নিরাপত্তা সংযুক্ত করে গত ২৫-০৭-২০১৩ তারিখে National Tripartite Plan of Action on Fire Safety and Structural Integrity in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh গৃহীত হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় আইন ও নীতি সংশ্লিষ্ট, প্রশাসনিক সংশ্লিষ্ট এবং প্রায়োগিক কার্যাবলী সংশ্লিষ্ট তিনটি মূল ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়। কর্মপরিকল্পনাটি বাস্তবায়নের জন্য ILO ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে উক্ত প্রকল্পের অধিনে BUET, ACCORD ও ALLIANCE এর মাধ্যমে সর্বমোট ২,৭৮৩টি গার্মেন্টস কারখানা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে।

(ঝ) **<u>Better Work Programme:</u>** ILO এর সহায়তায় তৈরী পোশাক শিল্পে Better Work Programme বাস্তবায়নের পদক্ষপ গ্রহন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় শ্রমিক সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ এবং তৈরী পোশাক শিল্পের প্রায় ৫০ হাজার শ্রমিককে কারখানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(ঞ) **<u>বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনঃ</u>** বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫নং আইন) সংশোধন পূর্বক গত ১৭-০২-২০১৩ তারিখ 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩' বাংলাদেশ গেজেট প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন বিধিমালা, ২০১০ ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে। ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিলে ২০০৮ সনের ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থিতি ছিল ৮,৪৪,৪০৫.৩০ (আটলক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার চারশত পাঁচ টাকা/৩০ পয়সা) টাকা। বর্তমানে এ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হয়ে একশত কোটি টাকার উর্দ্ধে হয়েছে।

(ট) **<u>শ্রমিকদের জন্য গোষ্ঠি বীমা কার্যক্রম চালুকরণঃ</u>** নির্মাণ ও মটরযান মেরামত সেক্টরে বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমজীবি মানুষ কাজ করে। এসব শ্রমজীবি মানুষকে নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনার লক্ষ্যে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ উদ্দেশ্যে জীবন বীমা কর্পোরেশনের সহায়তায় বর্ণিত দু'টি সেক্টরের জন্য ০৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদী দু'টি আলাদা আলাদা গোষ্ঠি বীমা স্কীম চালু করা হয়েছে। এ গোষ্ঠি বীমা স্কীমের আওতাভূক্ত শ্রমিকদের প্রিমিয়ামের সিংহ ভাগ অর্থ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের তহবিল হতে পরিশোধ করা হচ্ছে।

(ঠ) **<u>ডিজিটাল কার্যক্রমঃ</u>** বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের আওতায় শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত অন-লাইন কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এর ফলে একদিকে যেমন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন এবং লাইসেন্স প্রদান ও নবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহীতা নিশ্চিত হবে অন্যদিকে কাজের গতিশীলতা বাড়বে এবং সময়ের অপচয় কমবে। এ ছাড়া একটি Publicly Accessible Database এর মাধ্যমে দেশের প্রায় ৩,৭৪৩টি রপ্তানীমূখী গার্মেন্টস শিল্প প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে।

১৮। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের শ্রম সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কার্যক্রমঃ

(ক) **শিল্প পুলিশ গঠনঃ** বাংলাদেশ শিল্প ক্ষেত্রে প্রতিদিন এগিয়ে যাচ্ছে। তাই শিল্প ঘন এলাকাসমূহে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বের সাথে বিবেচিত হচ্ছে। শিল্প এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে সরকার গত ১০-১০-২০১০ তারিখে ''শিল্প পুলিশ'' নামে পুলিশের একটি স্বতন্ত্র ইউনিট সৃষ্টি করেছে। শিল্প এলাকার আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে শিল্প পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে।

(খ) **গার্মেন্টস শিল্প পল্লী স্থাপনঃ** মুন্সীগঞ্জ জেলাধীন গজারিয়া উপজেলার বাউসিয়া এলাকায় ৫৩০ একর জমিতে একটি **'গার্মেন্টস শিল্প পল্লী'** স্থাপন প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি কাজ করছে। ইতিমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ভূমি অধিগ্রহণ সংশ্লিষ্ট একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনুমোদন করেছেন।

(গ) **বাজেট বরাদ্দঃ** শিল্প কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করার অভিপ্রায়ে সরকার ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের বাজেটে অগ্নি-নির্বাপন সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি আমদানি করার ক্ষেত্রে নিম্ন হারে কর ধার্য করেছে। এছাড়া ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরকে অগ্নি-নির্বাপন সংশ্লিষ্ট নতুন যন্ত্রপাতি ক্রয়ের লক্ষ্যে ১৬২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(ঘ) **'Sustainability Compact'ঃ** শ্রমিক কল্যাণ ও কর্মপরিবেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নীত করার লক্ষ্যে যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে গত ৮ জুলাই ২০১৩ তারিখে জেনেভায় বাংলাদেশ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) একটি 'Sustainability Compact' গ্রহণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গত ১৯ জুলাই ২০১৩ তারিখে 'Sustainability Compactt' এর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে।

(ঙ) **Bangladesh Action Plan ঃ** যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রস্তাবিত Bangladesh Action Plan ২০১৩ এর আওতায় বাংলাদেশে শ্রম পরিবেশ এবং শ্রম, ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে আইএলও, উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ এবং বাংলাদেশের পোশাক শিল্প ক্রয়কারী বিভিন্ন ক্রেতা যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। পদক্ষেপসমূহ নিম্নরূপঃ

(১) ইউরোপীয় ক্রেতাদের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh;
(২) উত্তর আমেরিকার ক্রেতাদের উদ্যোগে স্বাক্ষরিত Bangladesh Safety Alliance;
(৩) আইএলও কর্তৃক প্রস্তাবিত Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector শীর্ষক ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প;
(৪) জাইকা কর্তৃক ভবন পরিদর্শন ও স্থানান্তরের জন্য ১০০ কোটি টাকার প্রকল্প;
(৫) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক শ্রম অধিকার ও অগ্নি-নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে ২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রকল্প;
(৬) জিআইজেড কর্তৃক রানা প্লাজা ধসের কারণে পঙ্গু শ্রমিকদের পুনর্বাসন সংশ্লিষ্ট প্রকল্প।

৮.০.০ শ্রম ও কর্মসংস্হান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর-পরিদপ্তরসমূহ ঃ-

ক) কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর,

খ) শ্রম পরিদপ্তর,

গ) নিম্নতম মজুরী বোর্ড,

ঘ) শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

ঙ) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়।

চ) বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন।

কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর

বাংলাদেশ মৎস উন্নয়ন কর্পোরেশন ভবন
২৩-২৪ কাওরান বাজার, ঢাকা
ইমেইল ঃ ciefdife@gmail.com

৯.০.০ অধিদপ্তরের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কনভেনশন নং ৮১ এর বিধান অনুযায়ী দেশের শিল্পক্ষেত্রে কার্যকর ও ফলপ্রসূ শ্রম পরিদর্শন কার্যক্রম গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭০ সনে শ্রম পরিদপ্তর হতে বিভক্ত হয়ে স্বতন্ত্র সংস্থা হিসেবে "কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর" যাত্রা শুরু করে। কর্মক্ষেত্রে কাজের শর্তাবলী, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলির যথাযথ প্রয়োগের সাথে জড়িত কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তর ঢাকায় ১টি সদর দপ্তর, ৪টি বিভাগীয় দপ্তর,(ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগীয় দপ্তর) ৪টি আঞ্চলিক দপ্তর এবং ২৩টি শাখা অফিসে মোট ২০৪ জন জনবল নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। এ দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় গুরুত্ব অনুসারে এ পরিদপ্তর ইতোমধ্যে অধিদপ্তরে উন্নীত করে এর জনবল কাঠামো ৩১৪ হতে বৃদ্ধি করে ৯৯৩ জনে উন্নীত করা হয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পর শিল্প ও বাণিজ্যে প্রসারের ফলে দেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য নতুন নতুন শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, যেখানে কর্মরত আছেন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ও কর্মচারী। বর্তমানে দেশে কেবল গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা ৬১৬৫ টি। তন্মধ্যে বিজিএমইএ-এর সদস্যভূক্ত গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা ৩৫৮০টি। বিকেএমইএ এর সদস্যভূক্ত গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা ১৮৮৫টি। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ এর কোনটিরই সদস্যভূক্ত নয় এমন গার্মেন্টস কারখানার সংখ্যা ৭০০ টি। এ সেক্টরে প্রায় ৪০,০০,০০০ (চল্লিশ লক্ষ) শ্রমিক/কর্মচারী কর্মরত রয়েছে। এ অধিদপ্তরের অধীনে ৫টি জোনাল অফিস ও ৪টি রিজিওনাল অফিস স্থাপন ও কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ শীর্ষক প্রকল্পে ৮৮টি নতুন পদ সৃজন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৫টি জোনাল ও ৪টি রিজিওনাল অফিস স্থাপন করা হবে। বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বিপুল সংখ্যক শ্রমিক কর্মচারীগণের অধিকার, কাজের শর্তাবলি, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সম্পর্কিত আইনানুগ বিধানাবলির যথাযথ প্রয়োগের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর।

এখানে উল্লখ্য যে, দেশের সকল শিল্প কারখানা ও বানিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আইনের প্রয়োগ তথা কমপ্লায়েন্স বাস্তবায়ন ও শ্রমিক/কর্মচারীদের আইনানুগ অধিকার নিশ্চিত করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কল কারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে।

৯.০.১ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের কার্যক্রম

- বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) ও বিদ্যমান বিধিমালার বিধান অনুযায়ী শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত শর্তাবলী, নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি, শ্রম কল্যাণ,মজুরী পরিশোধ,কাজের সময় নির্ধারণ, ছুটি ইত্যাদি বিষয় বাস্তবায়নের জন্য কারখানা,দোকান,শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, চা-বাগান, রেলওয়ে,অভ্যন্তরিণ জল পরিবহন ও সড়ক পরিবহন প্রভৃতি পরিদর্শন করা;
- শ্রমিকগনের নিকট হতে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ তদন্ত করে আইনানুগভাবে নিস্পত্তি করা;
- আইন অমান্যকারী মালিক/কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে মামলা রুজু করা;
- কারখানা নির্মাণ, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের নক্সা অনুমোদন;
- কারখানার রেজিষ্ট্রেশন প্রদান ও সনদপত্র ইস্যু করা ';

- শ্রম আইনের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা, এমপ্লয়ার্স এসোসিয়েশন ও ট্রেড ইউনিয়নের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করা;
- শ্রম আইনের যথাযথ প্রয়োগের উদ্দেশ্যে শ্রম আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিল্পাঞ্চল বা বিশেষ ধরনের শিল্পের শ্রমিক-মালিকগণের সমন্বয়ে মোটিভেশান কর্মশালার আয়োজন করা ;
- জনস্বার্থে বিশেষ অবস্থা বিবেচনায় শ্রম আইনের কতিপয় বিধানসমূহ হতে অব্যাহতি প্রদান করা;
- শ্রম আইনের সাথে সম্পৃক্ত বিভিন্ন বিষয়ে মাসিক, পাক্ষিক ও বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;
- শ্রম সম্পর্কিত আইন ও বিধিমালার সংশোধনসহ শ্রম আইন বাস্তবায়ন,প্রণয়ন ও নীতিমালা প্রণয়নে সরকারকে সহযোগিতা করা;
- আই,এল,ও,কনভেনশন ও রিকমেন্ডেশন সম্পর্কিত আই,এল,ও, এর বিবিধ প্রশ্নমালার জবাব প্রদান করা;
- শ্রম পরিদর্শন,মজুরী প্রশাসন,কাজের অবস্থা,পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সার্ভে রিপোর্ট তৈরী সংক্রান্ত কাজে সাহায্য করা;
- শ্রম পরিদর্শন,উৎপাদনশীলতা ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পর্যায়ে অনুষ্ঠিত সেমিনার,মিটিং,ফোরাম প্রভৃতিতে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা।

৯.০.২ কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সদর দপ্তররে কর্মকর্তাগণের পদবী ও ফোন নম্বর

ক্রমিক নং	পদবী	ফোন/ফ্যাক্স/নম্বর ও ই-মেইল
১।	মহাপরিদর্শক	৯৫৫৫৫৪৬, ৯৫৬৮০৬৮
২।	উপ-মহাপরিদর্শক (প্রকৌশল)	৯৫৫৭৯৫০
৩।	উপ-মহপরিদর্শক (মেডিকেল)	৯৫৬৮৭০৬
৪।	উপ-মহাপরিদর্শক (সাধারণ)	৯৫৫৫৫৪৭
৫।	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-১	৯৫৫৫৫৪৫
৬।	সহকারী মহাপরিদর্শক (সাধারণ)-২	৯৫৬৯৮৬১
৭।	পরিদর্শক (মেডিকেল)	৯৫৬৮৭০৬
৮।	পরিদর্শক (প্রকৌশল)	-
৯।	পরিদর্শক (স্থায়ী আদেশ)	-

৯.০.৩ পরিদর্শন কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত বিভাগওয়ারী দপ্তর ও বিভিন্ন পর্যায়ের পরিদর্শক বিষয়ক বিবরণ

দপ্তরের নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	কার্যালয় প্রধানের পদবী
বিভাগীয় দপ্তর, ঢাকা	২৯, পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০ ফোন নম্বর- ৯৫৬৬৭১১ ৯৫৫৬৯৩৬	* উপ-মহাপরিদর্শক (সাঃ)
আঞ্চলিক দপ্তর	২৩৩ বি.বি. রোড, চাষাড়া, নারায়নগঞ্জ। ফোন-৭৬৩৪৬৫৮	* শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
শাখা অফিস	বিশ্বাস বাড়ী, ৬৩ দক্ষিণ আলীপুর, জসীম উদ্দিন রোড, ফরিদপুর	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	জামালপুর, হাইম্যানশন, নিউ কলেজ রোড, ফিসারিজ মোড়, জামালপুর	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	কিশোরগঞ্জ	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	জেলা পরিষদ ভবন, ময়মনসিংহ	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	বটতলা, আকুরটাকুর পাড়া, টাঙ্গাইল	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক

দপ্তরের নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	কার্যালয় প্রধানের পদবী
বিভাগীয় দপ্তর, চট্টগ্রাম	জাম্বুরী মাঠ, আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম ফোন- ০৩১-৭২০৪৩৯ ০৩১-৭২৪২৬৪	* উপ-মহাপরিদর্শক (সাঃ)
আঞ্চলিক দপ্তর	১০২১ দক্ষিণ ঝাউতলা, এ.বি. দেব রোড, কুমিলা ফোনঃ ০৮১-৭৬৭৯২	* শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
আঞ্চলিক দপ্তর	আর. কে. মিশন রোড, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার ফোনঃ ০৮৬২৬-৭১৪০১	* শ্রম পরিদর্শক (সাঃ)
শাখা অফিস	গো কর্ণ রোড, কাজীপাড়া ব্রাহ্মণবাড়ীয়া	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	শাখা অফিস নিউ ট্যাংক রোড, চাদপুর	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	সিরাজ মঞ্জিল, ষ্টেডিয়াম রোড, ফেনী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, করিমপুর, চৌমহনী, নোয়াখালী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	চৌধুরী ভবন, রুমালিয়ার ছড়া, কক্সবাজার	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	মির্জা ভিলা, পশ্চিম পাঠানটোলা ৯/বি, পল্লবী আ/এ, সিলেট	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক

দপ্তরের নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	কার্যালয় প্রধানের পদবী
বিভাগীয় দপ্তর, খুলনা	বয়রা, খুলনা ফোনঃ ০৪১-২৮৫০১৪৩ ০৪১-৭৬২১৯৬	* উপ-মহাপরিদর্শক (সাঃ)
শাখা অফিস	সাজেদা নিবাস, ৫৬২/৫৯৬ নিউ সার্কুলার রোড, উত্তর ও পশ্চিম আলেকান্দা, বরিশাল	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	৮৮২, বরিশাল ঝালকাঠী রোড, পূর্ব চাঁদকাঠী, ঝালকাঠী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	৫নং পূর্ব বারান্দি পাড়া, ঢাকা রোড, যশোর	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	৪১/১, মাহাতাব উদ্দীন রোড, ঈদগাহপাড়া, কুষ্টিয়া	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	পটুয়াখালী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক

দপ্তরের নাম	ঠিকানা ও ফোন নম্বর	কার্যালয় প্রধানের পদবী
বিভাগীয় দপ্তর, বগুড়া	রিয়াজ কাজী লেন, সূত্রাপুর, বগুড়া। ফোন- ০৫১-৬৬৩৮৭ ০৫১-৬৬০৮১	* উপ-মহাপরিদর্শক (সাঃ)
আঞ্চলিক দপ্তর, রংপুর	বাসা নং-০৩, রোড নং-০১ মূলাটোল, (পাকারমাথা) রংপুর, ফোন- ০৫২১-৬২৩৭৯	* শ্রম পরিদর্শক (সাধারণ)
শাখা অফিস	ক্ষেত্রিপাড়া, দিনাজপুর	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	থানা রোড, লালমনিরহাট	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	পুরাতন বাবুপাড়া, সৈয়দপুর, নিলফামারী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, গোডাউন রোড, গাইবান্দা।	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	লাইব্রেরী বাজার, এস.পি. রোড, পাবনা	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	সারিয়াহাটির মোড়, দূর্গাপুর রোড, চকদেব, নওগাঁ।	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	গ্রেটার রোড, রাজশাহী	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক
শাখা অফিস	মাসুমপুর, সিরাজগঞ্জ	* দোকান ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শক

৯.০.৪ শ্রম আইন মোতাবেক সাধারণ নির্দেশিকা

- ✷ প্রতিটি শ্রমিকের নিয়োগপত্র প্রদান পূর্বক চাকুরীতে নিয়োজিত করে চাকুরীর শর্তাবলী পূরণ করতে হবে।
- ✷ কলকারখানায় সপ্তাহে ১ (এক) দিন এবং দোকান ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে সপ্তাহে অন্ততঃ ১$\frac{১}{২}$ (দেড়)দিন ছুটি নিশ্চিত করতে হবে।
- ✷ বিভিন্ন সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য সরকার ঘোষিত নিম্নতম মজুরী নিশ্চিত করতে হবে।
- ✷ মজুরী প্রদানের সময়কাল শেষ হওয়ার ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে মজুরী পরিশোধ করতে হবে।
- ✷ নতুন কারখানা স্থাপন, সম্প্রসারণ ও কারখানা ভবনের পরিবর্তন সাধিত হলে কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে স্থাপত্য নক্সার অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
- ✷ কারখানা পরিদর্শন অধিদপ্তর হতে কারখানার রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ✷ কারখানায় বিভিন্ন দূর্ঘটনা বিশেষ করে অগ্নিজনিত দূর্ঘটনা এড়ানোর জন্য জরুরী বিকল্প বহির্গমন পথের ব্যবস্থা রাখতে হবে। প্রতিটি ঘরে অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র সংরক্ষণ করতে হবে।
- ✷ কাজ চলাকালে কারখানার বহির্গমন পথসহ সকল দরজা খোলা রাখতে হবে।
- ✷ কারখানার সকল সিঁড়ি ও চলাচলের পথ বাঁধামুক্ত রাখতে হবে।
- ✷ কারখানায় ছয় মাসে অন্তত ১ (এক) বার অগ্নি নির্বাপক মহড়া করতে হবে।
- ✷ কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।
- ✷ ঝুঁকিপূর্ণ রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারে কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত মেডিকেল চেক-আপ করতে হবে।
- ✷ শ্রমিকগণের প্রাপ্য নৈমিত্তিক, পীড়া, বাৎসরিক ও উৎসব ছুটি প্রদান করতে হবে।
- ✷ মহিলা শ্রমিকদের প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রসূতি কল্যাণ ছুটি ও সুবিধা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।
- ✷ চৌদ্দ বছরের নীচে কোন শিশুকে কারখানায় কাজে নিয়োগ প্রদান করা যাবে না।
- ✷ নির্ধারিত কর্মঘন্টার পরে দ্বিগুন হারে মজুরী প্রদান করে ২ ঘন্টার অতিরিক্ত সময় কাজ করানো যাবে না।

৯.০.৫ অধিদপ্তরের সেবা প্রদানের পদ্ধতি

<table>
<tr><th>ক্র/নং</th><th>প্রদত্ত সেবা</th><th>সেবা পাওয়ার পদ্ধতি</th><th>সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়</th></tr>
<tr><td>১।</td><td>কারখানা রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স নবায়ন।</td><td>ক) বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ মোতাবেক কলকারখানা কর্তৃপক্ষকে কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ/রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ বা নবায়নের জন্য মহাপরিদর্শক/উপ-মহাপরিদর্শক এর বরাবরে আবেদন করতে হবে।
খ) লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন/নবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়াদিঃ-
১। কারখানার বিস্তারিত নির্মাণ নক্সা;
২। ট্রেড লাইসেন্সের ফটোকপি;
৩। নির্ধারিত ১নং ও ২নং ফরমের তথ্যাদি
৪। মেমোরেন্ডাম (লিমিটেড কোম্পনির ক্ষেত্রে);
৫। বিধিতে উল্লেখিত হারে ১ ৩১৪৩ ০০০০ ১৮৫৪ কোডে চালানের মাধ্যমে লাইসেন্স ফি এবং নবায়ন ফি পরিশোধের মূল কপি;
গ) শ্রমিক সংখ্যা ভিত্তিক লাইসেন্স ও নবায়ন ফি ঃ-
<table>
<tr><th>ক্যাটাগরী</th><th>শ্রমিকের সংখ্যা</th><th>লাইসেন্স ফি</th><th>নবায়ন ফি</th></tr>
<tr><td>১</td><td>২</td><td>৩</td><td>৪</td></tr>
<tr><td>এ</td><td>১০ হইতে ৩০</td><td>১৬০/-</td><td>৩০/-</td></tr>
<tr><td>বি</td><td>৩১ হইতে ৫০</td><td>৪০০/-</td><td>৮০/-</td></tr>
<tr><td>সি</td><td>৫১ হইতে ১০০</td><td>৮০০/-</td><td>১৬০/-</td></tr>
<tr><td>ডি</td><td>১০১ হইতে ২০০</td><td>১২০০/-</td><td>২৪০/-</td></tr>
<tr><td>ই</td><td>২০১ হইতে ৩০০</td><td>১৬০০/-</td><td>৩২০/-</td></tr>
<tr><td>এফ</td><td>৩০১ হইতে ৫০০</td><td>২৮০০/-</td><td>৫৬০/-</td></tr>
<tr><td>জি</td><td>৫০১ হইতে ৭৫০</td><td>৩২০০/-</td><td>৬৪০/-</td></tr>
<tr><td>এইচ</td><td>৭৫১ হইতে ১০০০</td><td>৪০০০/-</td><td>৮০০/-</td></tr>
<tr><td>আই</td><td>১০০০ এর উর্দ্ধে</td><td>৪৮০০/-</td><td>৯৬০/-</td></tr>
</table>
ঘ) কারখানা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদন পাওয়ার পর সে বিষয়ের উপর সরেজমিন তদন্ত করা হয় এবং যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয়টি নিস্পত্তি করা হয়।
ঙ) ইস্যুকৃত কারখানা লাইসেন্সসমূহ প্রতি বছর ৩১ শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে নবায়ন করতে হবে।
চ) কারখানা কর্তৃপক্ষের নিকট হতে আবেদন প্রাপ্তির ২ (দুই) মাসের মধ্যে লাইসেন্স প্রদানের বিষয়টি নিস্পত্তি করতে হয়।
ছ) যদি কর্তৃপক্ষ কোন কারণে কারখানা নির্মাণ বা সম্প্রসারণ অথবা রেজিস্ট্রেশন বা লাইসেন্স প্রদানের অনুমতি প্রদান করতে অপারগতা প্রকাশ করে, সে ক্ষেত্রে আবেদনকারী উক্ত অপারগতা প্রকাশের ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে সরকারের কাছে আপীল করতে পারবেন।</td><td>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের বিভাগীয় দপ্তর।</td></tr>
<tr><td>২।</td><td>শিল্প কারখানা/ প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের চাকুরী বিধি অনুমোদন করা।</td><td>ক) শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শ্রমিক নিয়োগ সংক্রান্ত চাকুরী বিধি প্রণয়ন পূর্বক অনুমোদনের জন্য মহাপরিদর্শকে নিকট আবেদন করতে হবে।
খ) আবেদন প্রাপ্তির ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে মহাপরিদর্শক যথাযথ আদেশ প্রদান করবেন। মহাপরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন ব্যতীত কোন চাকুরীবিধি কার্যকর হবে না।
গ) আবেদন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বিদ্যমান শ্রম আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ হলে অনুমোদন প্রদান করা হয়। অসংগতিপূর্ণ হলে সুপারিশসহ সংশোধনের জন্য তা আবেদনকারী কর্তৃপক্ষের নিকট ফেরত দেয়া হয়।
ঘ) মহাপরিদর্শকের আদেশে সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি আদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল পেশ করতে পারবেন।</td><td>কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর।</td></tr>
</table>

ক্র/নং	প্রদত্ত সেবা	সেবা পাওয়ার পদ্ধতি	সেবা প্রদানে নিয়োজিত কার্যালয়
৩।	বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ এর বিভিন্ন ধারা ও বিধি সম্পর্কিত জিজ্ঞাসার জবাব ও আবেদনের প্রেক্ষিতে অব্যাহতি প্রদান করা।	ক) বিভিন্ন শিল্প কারখানার মালিক/ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পত্র, টেলিফোন, ফ্যাক্স, ই-মেইল এর মাধ্যমে শ্রম আইন সংক্রান্ত প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করা হয়। খ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে শ্রম আইনের কতিপয় ধারা ও বিধি হতে কোন কোন শিল্প কারখানা/প্রতিষ্ঠানকে যুক্তিসংগত কারণে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। গ) যে সকল জটিল বিষয়ে ব্যাখ্যা/ বিশেষণ/মতামত বা অব্যাহতি দেয়া মহাপরিদর্শকের এখতিয়ার বহির্ভূত সে সম্পর্কে মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনা পাওয়ার পর তা সংশিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়। ঘ) কর্তৃপক্ষের নিকট হতে বিভিন্ন প্রশ্ন/জিজ্ঞাসা বা অব্যাহতির জন্য লিখিত আবেদন পাওয়ার পর সম্ভাব্য দ্রুত সময়ের মধ্যে মতামত জানানো হয়। ঙ) ন্যায়সঙ্গত কোন কারণ ব্যতীত যথা সময়ে সেবা প্রদানে ব্যর্থ কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।	সদর দপ্তর।
৪।	শ্রমিক কর্তৃক আনীত লিখিত অভিযোগের বিষয়সমূহ তদন্ত এবং নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ।	ক) শ্রমিক/কর্মচারীগণ তাদের আইনানুগ অধিকার হতে বঞ্চিত হলে বা শ্রম আইনের লংঘন সম্পর্কে অত্র অধিদপ্তরে অভিযোগ করলে সে বিষয়ে সরেজমিন তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়। খ) প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তিতে মালিক কর্তৃপক্ষ সহযোগিতা না করলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সংশিষ্ট বিষয়ে আদালতে অভিযোগ দায়ের করা হয়ে থাকে।	কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সদর দপ্তর, বিভাগীয় দপ্তর, আঞ্চলিক দপ্তর এবং শাখা অফিস সমূহ।
৫।	বিভিন্ন শ্রমিক/মালিক সংগঠন কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/ সেমিনার ইত্যাদিতে বিশেষজ্ঞ বক্তা হিসেবে সহযোগিতা করা।	অত্র অধিদপ্তরের প্রকৌশল শাখা, মেডিকেল শাখা ও সাধারণ শাখার পরিদর্শকগণ তাঁদের স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার আলোকে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে আইনের বিধান প্রতিপালনে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকেন।	সদর দপ্তর ও অধীনস্থ দপ্তর সমূহ।

শ্রম পরিদপ্তর

৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা

www.dol.gov.bd

ইমেইল ঃ director_deptlab@yahoo.com

১০.০.০ শ্রম পরিদপ্তর

দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু শ্রম ব্যবস্থাপনা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং শিল্প ও কারখানাসমূহে উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখার স্বার্থে শ্রম আইন বাস্তবায়ন ও শ্রম মান প্রতিষ্ঠা করার লক্ষে শ্রম পরিদপ্তর গঠিত হয়। এ পরিদপ্তরের প্রধান নিবার্হী কর্মকর্তা শ্রম পরিচালক (১৯৫৯ সনের পূর্বে এই পদের নাম ছিল লেবার কমিশনার) যিনি সরকারের যুগ্ম সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা। শ্রম পরিদপ্তরের প্রধান হিসেবে তিনি সকল নিবার্হী কর্মকান্ড পরিচালনা, আর্থিক মঞ্জুরী প্রদান এবং সমগ্র দেশের শ্রম পরিস্থিতির বিষয়ে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করেন।

১০.০.১ শ্রম পরিদপ্তরের কার্যাবলী

শ্রম পরিচালক বাংলাদেশ শ্রম আইন-২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর আলোকে নিম্নোক্ত কার্যাদি সম্পাদন করে থাকেন ঃ-

- ট্রেড ইউনিয়ন এবং ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের রেজিষ্ট্রেশন প্রদান;
- যৌথ দরকষাকষি প্রতিনিধি নির্ধারণ ;
- শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি করণ;
- শ্রমিক ও তাদের পরিবারবর্গের জন্য শ্রম কল্যাণমূলক কর্মসূচী/কার্যক্রম পরিচালনা (স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও বিনোদনমূলক) ও সেবা প্রদান;
- শ্রম সংশ্লিষ্ট তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সরবরাহ;
- শ্রম আইন ও শ্রম প্রশাসন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ পরিচালনা; ও
- সরকারের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন কার্যক্রমের লক্ষ্য পূরণকল্পে জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিটের মাধ্যমে শ্রম সেক্টরে পরিবার-পরিকল্পনা কর্মসূচী পরিচালনা।

১০.০.২ শ্রম পরিদপ্তরের ভিশন, মিশন, সিটিজেন চার্টার

শ্রম পরিদপ্তর তার দক্ষ ও যোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সমন্বয়ে দেশের শিল্প সেক্টরে আইনানুগ বিধান অনুসরণের মাধ্যমে শিল্পে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রেখে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। অন্যদিকে শ্রম পরিদপ্তরের অধীন শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আই আর আই) গুলোর মাধ্যমে শ্রম সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে প্রশিক্ষণ দিয়ে তাদের নিজ নিজ অধিকার ও দায়িত্ব সর্ম্পকে সচেতনতা বৃদ্ধি ও দক্ষ জনবল সৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

ভিশন

শ্রম বান্ধব শিল্প ও শিল্প বান্ধব শ্রম।

মিশন

শিল্প প্রতিষ্ঠানে শান্তি, দক্ষ শ্রমিক, দক্ষ ব্যবস্থাপনা ও শিল্পে প্রগতি অর্জন।

সিটিজেন চার্টার

১। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর পরিপূরক বিধিমালা প্রণয়ন করা ও তার বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট সকলের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও stake -holder গণের সচেতনতা সৃষ্টি।

২ । প্রত্যেক শিল্প/প্রতিষ্ঠানে বিশেষত পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক ও শ্রমিক নেতৃবৃন্দ ও ব্যবস্থাপনা প্রতিনিধিগণকে শ্রম আইনের উপর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ।

৩। শ্রম ও শিল্প প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গতিশীল করণ।

৪। ''গ'' ফরম সময়োপযোগী করণ।

৫। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ (দক্ষতা বৃদ্ধিসহ)।

৬। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ করণ।

৭। সিটিজেন চার্টার কার্যকর করণ।

৮। আঞ্চলিক শ্রম দপ্তরসহ শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে গতিশীল করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো স্থাপন, বিদ্যমান অবকাঠামো সংস্কার ও আধুনিকায়ন এবং যুগোপযোগী যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ করণ।

৯। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলো থেকে শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শ্রমিকদের ও তাদের পরিবারের সদস্য বৃন্দের চিকিৎসা প্রদান ও বিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

১০। e- governance চালু করণ।

সমগ্র বাংলাদেশে শ্রম পরিদপ্তরের ৫০টি অফিসের বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

ক্রমিক নং	কার্যালয়ের নাম	কার্যালয়ের সংখ্যা	কার্যালয় প্রধানের পদবী
০১	প্রধান কার্যালয়, ৪ রাজউক এভিনিউ, ঢাকা-১০০০।	০১	শ্রম পরিচালক
০২	বিভাগীয় শ্রম দপ্তর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা ।	০৪	যুগ্ম শ্রম পরিচালক ও রেজিষ্ট্রার অব ট্রেড ইউনিয়ন্স
০৩	জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ ইউনিট, বিজয়নগর, ঢাকা ।	০১	যুগ্ম শ্রম পরিচালক
০৪	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (আইআরআই), ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খূলনা ।	০৪	অধ্যক্ষ (উপ শ্রম পরিচালকের সমমানের)
০৫	আঞ্চলিক শ্রম দপ্তর (দেশের গুরুত্বপূর্ন শিল্প অঞ্চল সমূহে অবস্থিত)।	১০	সহকারী শ্রম পরিচালক
০৬	শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র, (দেশের গুরুত্বপূর্ন শিল্প অঞ্চল সমূহে অবস্থিত)।	৩০	চিকিৎসা কর্মকর্তা (MBBS)
	মোট	৫০টি	

১০.০.৩ ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম

প্রচলিত শ্রম আইনের আওতায় দেশের শ্রম সেক্টরে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে শ্রমিক-মালিক উভয়ের স্বার্থ সমুন্নত রেখে সুস্থ ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে এ দপ্তর নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ট্রেড ইউনিয়ন সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নরূপ ঃ

(জানুয়ারী/২০১৪-সেপ্টেম্বর/২০১৫ইং পর্যন্ত)

ক্র/নং	ট্রেড ইউনিয়ন	সদর দপ্তর	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	মোট		মন্তব্য
		ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	ইউনিয়নের সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	-	০৫	১৫৫	৪৮	৩৬	৫৪	২৯৮	৮৯,৭৩৯	

১০.০.৪ জাতীয় ফেডারেশন

ক্র/নং	জাতীয় ফেডারেশন	সদর দপ্তর	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	মোট		মন্তব্য
		ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	-	-	-	-	-	-	-	-	বর্ণিত সময়ে কোন ফেডারেশন নিবন্ধীত হয় নাই।

১০.০.৫ গার্মেন্টস ফেডারেশন

ক্র/নং	গার্মেন্টস ফেডারেশন	সদর দপ্তর	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	মোট		মন্তব্য
		ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	অন্তর্ভূক্তি ইউনিয়নের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	-	০৩	-	-	-	-	০৩	১৬	

১০.০.৬ ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফেডারেশন

ক্র/নং	ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফেডারেশন	সদর দপ্তর	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	মোট		মন্তব্য
		ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	ফেডাঃ সংখ্যা	অন্তর্ভূক্তি ইউনিয়নের সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	-	০১	-	-	-	-	-	০৪	

১১.০.১ সি বি এ নির্ধারণী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন,২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর ২০২ ধারার বিধানানুযায়ী কোন শিল্প প্রতিষ্ঠানে একাধিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকলে শ্রম পরিদপ্তর গোপন ব্যালটে নির্বাচন পরিচালনার মাধ্যমে তাদের মধ্য থেকে সি বি এ (কালেকটিভ বার্গেনিং এজেন্ট) নির্ধারন করে থাকে। এতদ বিষয়ক তথ্যাবলী নিম্নরূপ ঃ

(জানুয়ারী/২০১৪-সেপ্টেম্বর/২০১৫ইং পর্যন্ত)

ক্র/নং	সিবিএ	সদর দপ্তর	ঢাকা বিভাগ	চট্টগ্রাম বিভাগ	খুলনা বিভাগ	রাজশাহী বিভাগ	মোট		মন্তব্য
		সিবিএ'র সংখ্যা	সিবিএ'র সংখ্যা	সিবিএ'র সংখ্যা	সিবিএ'র সংখ্যা	সিবিএ'র সংখ্যা	সিবিএ'র সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১	-	০৯	০১	০১	-	-	১১	১৮,২৬৭	

১১.০.২ সালিশী কার্যক্রম

বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (হালনাগাদ সংশোধিত) এর চর্তুদশ অধ্যায়ের ২১০ ধারা এর আওতায় সালিশীকারক হিসেবে শান্তিপূর্ন পন্থায় শিল্প বিরোধ নিস্পত্তি করা এ দপ্তরের একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এ পর্যন্ত সালিশকৃত তথ্যাদি নিম্নরূপ ঃ

(জানুয়ারী/২০১৪-সেপ্টেম্বর/২০১৫ইং পর্যন্ত)

প্রাপ্ত শিল্প বিরোধের সংখ্যা	১২০
নিস্পত্তিকৃত বিরোধের সংখ্যা	১১৪
অনিস্পন্ন বিরোধের সংখ্যা	০৬

১১.০.৩ শ্রম কল্যাণ কার্যক্রম

শ্রমিকদের কল্যাণে সরকারের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর সফল পরিচালনার মাধ্যমে শ্রমিকদের সর্বাধিক কল্যাণ নিশ্চিত করতে দেশের বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে মোট ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র রয়েছে। এসব কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিকদের অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতামূলক শ্রমিক শিক্ষা প্রশিক্ষণ, বিনামূল্যে প্রাথমিক চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ সরবরাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষা ও সেবা প্রদান, পরিবার কল্যাণ ও পরিবার-পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ ও উপকরণ সরবরাহ, খেলাধুলা ইত্যাদি সুবিধাবলী নিয়মিতভাবে প্রদান করা হয়ে থাকে। সেবা প্রদান সম্পর্কিত বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'ল ঃ

(জানুয়ারী/২০১৪-সেপ্টেম্বর/২০১৫ইং পর্যন্ত)

কার্যক্রম	শ্রমিকদের সংখ্যা
বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা	৪২,০১৪ জন
পরিবার পরিকল্পনা পরামর্শ ও সেবা গ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা	২০,৪০৮ জন
চিত্তবিনোদন সুবিধা গ্রহণকারী শ্রমিকদের সংখ্যা	১,১৫,০৫৬ জন
শ্রমিক শিক্ষা কোর্স	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা=৭১৮০ জন

১১.০.৪ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কর্মক্ষেত্রে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের পুরাতন ৪টি বিভাগে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা) স্থাপিত ৪টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ৩০টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের মাধ্যমে শ্রমিক, শ্রমিক নেতৃবৃন্দ, মালিক প্রতিনিধি ও শ্রম সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিনিধিদেরকে শ্রম আইন, শ্রম প্রশাসন, শ্রম মান, শ্রম অর্থনীতি, শ্রম কল্যাণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন কোর্সে প্রদত্ত প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে প্রদান করা হ'ল ঃ

(জানুয়ারী/২০১৪-সেপ্টেম্বর/২০১৫ ইং পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
শিল্প সম্পর্ক কোর্স	৬০ টি	১৮০০ জন
শ্রমিক শিক্ষা কোর্স	১৬০ টি	৪৭৮০ জন
আউট সোর্সিং কোর্স	২০ টি	৬০০ জন
মোট	২৪০ টি	৭,১৮০ জন

১১.০.৫ বাংলাদেশ টি প্লানটেশন এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড ঃ

টি প্লানটেশন এমপ্লয়ীজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্ডিন্যান্স, ১৯৫৯ এর আওতায় দেশের সকল চা বাগানে (১৬৫টি) কর্মরত কর্মচারী ও শ্রমিকদের কল্যাণে শ্রম পরিদপ্তরের অধীনে চা-শিল্প শ্রমিক কল্যাণ ফান্ড এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১৯৬১ সালে ৩০,০০০/- টাকা সরকারী অনুদানের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে মালিক ও শ্রমিকদের চাঁদা ও লভ্যাংশ মিলিয়ে ফান্ড প্রায় ৩৫০ কোটি টাকায় উন্নীত হয়েছে। সরকারের প্রতিনিধিসহ ০৯ সদস্য বিশিষ্ট একটি ট্রাষ্টি বোর্ডের মাধ্যমে ইহা পরিচালিত হচ্ছে। ট্রাষ্টি বোর্ডের প্রধান কার্যালয় শ্রীমঙ্গলে অবস্থিত। শ্রম পরিচালক বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং শ্রীমঙ্গলে কর্মরত একজন উপ সচিব ট্রাষ্টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করছেন। বর্তমানে ইহার উপকার ভোগীর সংখ্যা প্রায় লক্ষাধিক।

১১.০.৬ পরিসংখ্যান কার্যক্রম ঃ

তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে শ্রম ক্ষেত্রে সঠিক নীতি নির্ধারণ ও পরিকল্পনা গ্রহণের লক্ষ্যে ১৯৪২ সনের শিল্প পরিসংখ্যান আইন এবং ১৯৬১ সনের শিল্প শ্রমিক পরিসংখান বিধিমালা অনুযায়ী শ্রম পরিদপ্তর দেশের বিভিন্ন শিল্প কারখানা এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হতে নমুনা হিসাবে শ্রমিক ও শ্রম সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যাদি সংগ্রহ করে এবং প্রতি বৎসর বার্ষিক লেবার জার্নালে তা প্রকাশ করা হয়ে থাকে। চাহিদার ভিত্তিতে যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান এ জার্নালের কপি পেতে পারেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।

e-mailঃ appellatetribunal@yahoo.com

১২.০.০ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালত

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের শ্রমিক ও মালিক পক্ষের শিল্প বিরোধ সম্পর্কিত অমিমাংসিত বিষয়ে রায় প্রদানসহ বিচার বিভাগীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করে থাকে। ৭টি শ্রম আদালতে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রাথমিকভাবে সংশ্লিষ্ট শ্রম আদালতের মাননীয় চেয়ারম্যানগণ(জেলা ও দায়রা জজ) কর্তৃক রায় প্রদান করা হয়। শ্রম আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করতে পারে। সংক্ষুদ্ধ পক্ষ শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনালে আপীল দায়ের করলে মাননীয় চেয়ারম্যান (বিচারপতি) ও মাননীয় সদস্য এ বিষয়ে রায় প্রদান করেন।

শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল ও ৭টি শ্রম আদালতের অবস্থানঃ

ক্র/নং	আদালতের নাম	অবস্থান
১।	শ্রম আপীল ট্রাইব্যুনাল	৪৩ আঞ্জুমান মফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা।
২।	১ম শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৩।	২য় শ্রম আদালত, ঢাকা	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৪।	৩য় শ্রম আদালত, ঢাকা।	শ্রম ভবন, ৪নং রাজউক এভিনিউ, ঢাকা।
৫।	১ম শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৬।	২য় শ্রম আদালত, চট্টগ্রাম।	৮ কাতালগঞ্জ, চকবাজার, চট্টগ্রাম।
৭।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, রাজশাহী	শ্রম ভবন, গ্রেটার রোড, রাজশাহী।
৮।	বিভাগীয় শ্রম আদালত, খুলনা।	১৪,স্যার ইকবাল রোড, খুলনা।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড
২২/১, তোপখানা রোড, বাশিকপ ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০

www.mwb.gov.bd
ইমেইল ঃ chairman_mwbdhaka@yahoo.com

১৩.০.০ নিম্নতম মজুরী বোর্ড

নিম্নতম মজুরী বোর্ড সরকার কর্তৃক প্রেরিত বাংলাদেশের যে কোন ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত শ্রমিক-কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণপূর্বক সরকারের নিকট সুপারিশ পেশ করে থাকে। সরকার কর্তৃক প্রেরিত শিল্প সেক্টরের শ্রমিক-কর্মচারীদের মজুরী নির্ধারণের জন্য চেয়ারম্যানসহ একজন নিরপেক্ষ স্থায়ী সদস্য, একজন মালিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য, একজন শ্রমিকপক্ষের স্থায়ী সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট শিল্পের মালিক ও শ্রমিকপক্ষের ২ জন সদস্য অর্থাৎ মোট ৬ জন সদস্য নিয়ে নিম্নতম মজুরী বোর্ড গঠিত।

সরকার কর্তৃক গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্প সেক্টরের মালিক ও শ্রমিক পক্ষের সদস্য মনোনয়নপূর্বক এ বোর্ডকে বিধি মোতাবেক নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধ করার পর বোর্ডের চেয়ারম্যান বিধি অনুযায়ী সভা আহবানের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিল্পের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরী নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। ব্যক্তিমালিকানাধীন বা বেসরকারী নির্দিষ্ট কোন শিল্পের সার্বিক অবস্থা, শ্রমিকদের জীবনযাপন ব্যয়, জীবনযাপনের মান, উৎপাদন খরচ, উৎপাদনশীলতা, উৎপাদিত দ্রব্যের মূল্য, মুদ্রাস্ফীতি, কাজের ধরণ, ঝুঁকি ও মান, ব্যবসায়িক সামর্থ, দেশের এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় বিবেচনাপূর্বক এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিল্প পরিদর্শনপূর্বক প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে সভায় উপস্থিত সকল/সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে শ্রমিক কর্মচারীদের নিম্নতম মজুরী হারের খসড়া সুপারিশ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সাধারণের/ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য প্রচার করা হয় (১ম ধাপ)। খসড়া সুপারিশ প্রকাশের ১৪ দিনের মধ্যে প্রাপ্ত আপত্তি/সুপারিশ/মতামত ইত্যাদি বোর্ড সভায় বিবেচনা করে চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নর্পূবক সরকারের নিকট পেশ করা হয় (২য় ও শেষ ধাপ)। সরকার কর্তৃক উক্ত চূড়ান্ত "সুপারিশ" গৃহিত হলে গেজেটের মাধ্যমে আইনে পরিণত হয়।

নিম্নতম মজুরী বোর্ড এ পর্যন্ত মোট ৪২টি বেসরকারী শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরী হার নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করেছে। বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ এর আওতায় বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে (জানুয়ারি ২০০৯ - সেপ্টেম্বর ২০১৩) এ পর্যন্ত ৩৫টি বেসরকারি শিল্প সেক্টরের শ্রমিকদের জন্য নিম্নতম মজুরী নির্ধারণ/ঘোষণা করা হয়েছে। অবশিষ্ট ০৭ টি সেক্টরে ইতোপূর্বে নির্ধারিত/ঘোষিত মজুরীর হার বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পুনঃ নির্ধারণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল সচিবালয়

টেলিকম টেনিং সেন্টার ভবন
তেজগাও শি/এ, ঢাকা।
www.nsdc.gov.bd

১৪.০.০ National Skill Development Council (NSDC) সচিবালয়

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশের মানবসম্পদের উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ মানবসম্পদ (Skilled workforce) তৈরির লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়নের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ (Apex body) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) গঠিত হয়।

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি) ও জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ইসিএনএসডিসি)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ কাউন্সিলের নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়ন, জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর বাস্তবায়ন, কর্মপরিকল্পনা (Action Plan) প্রণয়ন এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সমন্বয় সাধনের জন্য ০৩/০৮/২০০৮খ্রি. তারিখে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে এনএসডিসি-সচিবালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ সচিবালয় ২০০৮ সালে গঠিত হলেও মূলত ২০১১ সনে একজন যুগ্মসচিবকে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে সংযুক্তিতে পদায়নের মাধ্যমে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে একজন অতিরিক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, দারুস সালাম, মিরপুর, ঢাকা এর ৪র্থ তলায় ৫ (পাঁচ) টি কক্ষ নিয়ে এনএসডিসি-সচিবালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম শুরু হয় এবং বর্তমানেও তা চলমান রয়েছে। যাহা কিছুদিনের মধ্যে টেলিকম টেনিং সেন্টার ভবন, তেজগাও শি/এ, ঢাকায় স্থানান্তরিত হবে।

১৪.০.১ ভিশন, মিশন, উদ্দেশ্য

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ এর ২০.১৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী উক্ত নীতি বাস্তবায়নে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা এবং দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমন্বয়ের ক্ষেত্রে এনএসডিসি-সচিবালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সুতরাং জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিতে বর্ণিত দক্ষতা উন্নয়নের ভিশন, মিশন ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানই এনএসডিসি-সচিবালয়ের কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য।

১৪.০.২ ভিশন

সরকার, শিল্পখাত, কর্মী এবং সুশীল সমাজের মধ্যে মতবিনিময়ের মধ্য দিয়ে দক্ষতা উন্নয়নের যে ভিশনটি স্পষ্ট হয়েছে তা হলো: জাতীয় উন্নয়ন এবং শিল্পোদ্যোগ সৃষ্টির জন্য একটি সমন্বিত ও সুপরিকল্পিত কৌশল হিসেবে দক্ষতা উন্নয়নকে সরকার এবং শিল্পখাত স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। সংস্কারকৃত দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থা সকলকে শোভন কাজ পাওয়ার সক্ষমতা দিবে এবং সারা বিশ্বে স্বীকৃত মানের উন্নত দক্ষতা, জ্ঞান এবং যোগ্যতার মাধ্যমে বৈশ্বিক বাজারে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতার সামর্থ্য নিশ্চিত করবে।

১৪.০.৩ মিশন

বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন ব্যবস্থার মিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে দ্রুত এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে সহায়তা দেয়া। এ জন্য প্রয়োজন :

ক) ব্যক্তির কাজ পাওয়ার সামর্থ্য (মজুরি/আত্ম-কর্মসংস্থান) এবং পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি ও শ্রম বাজারের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর সামর্থ্য বৃদ্ধি করা;
খ) শিল্পখাত বা বাণিজ্য উদ্যোগগুলোর উৎপাদনশীলতা এবং লাভের পরিমান বাড়ানো; এবং
গ) জাতীয়ভাবে প্রতিযোগিতার ক্ষমতা শক্তিশালী করা এবং দারিদ্র কমানো।

১৪.০.৪ উদ্দেশ্য

জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতির প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো:

ক) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়ন সংস্কার কার্যক্রমের একটি সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রদান;
খ) বাংলাদেশে দক্ষতা উন্নয়নের মান এবং প্রাসঙ্গিকতার উন্নয়ন;
গ) আরো বেশি নমনীয় এবং দায়িত্বশীল সেবাদান কৌশল প্রতিষ্ঠা করা, যা শ্রম বাজার, ব্যক্তি, এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজের চাহিদা মেটাতে সক্ষম;
ঘ) নারী ও বিশেষ চাহিদা রয়েছে এমন শ্রেণির মানুষসহ বিভিন্ন শ্রেণির নাগরিকদের দক্ষতা অর্জনের সুযোগ আরো ব্যাপক করা;
ঙ) শিল্প সংগঠন, নিয়োগকারী এবং কর্মী বাহিনীর দক্ষতা উন্নয়নে অংশগ্রহণ এবং জনগোষ্ঠীকে দক্ষতা অর্জনে উৎসাহিত করা;
চ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দাতা সংস্থা, শিল্প এবং সরকারি ও বেসরকারি দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যাবলীর ফলপ্রসূ পরিকল্পনা, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ আরো শক্তিশালী করা।

১৪.০.৫ কার্যক্রম

একটি সমন্বিত জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কৌশলের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন দিক নির্দেশনা দিবে অপর দিকে দক্ষতা প্রশিক্ষণে সকল উপাদান এবং সংশ্লিষ্ট সকল অংশীদারের মধ্যে আরো উন্নত সমন্বয় নিশ্চিত করবে এ বিষয়টি সামনে রেখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গত ০২/০২/২০১২খ্রি. তারিখে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করে । এ নীতি বাস্তবায়নে এনএসডিসিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানসহ রাজস্ব বাজেট, এসটিইপি, এসডিপি এবং টিভিইটি রিফর্ম প্রজেক্ট, আইএলও, ঢাকা এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় এনএসডিসি-সচিবালয় নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেঃ

০১) এনএসডিসি'র খসড়া "এ্যাকশন প্ল্যান" প্রণয়ন;
আইএলও এর সহায়তায় খসড়া "এনএসডিসি এ্যাক্ট" প্রণয়ন;
০২) আইএলও এর সহায়তায় খসড়া "প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কৌশলপত্র (স্ট্র্যাটেজি)" প্রণয়ন;
০৩) আইএলও এর সহায়তায় খসড়া "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সেক্টরে অর্থায়ন পদ্ধতি" প্রণয়ন;
০৪) বিভাগ ও জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের নিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন-১০টি;
০৫) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ৩০জন কর্মকর্তাকে নিয়ে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন-০১টি;
০৬) জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে অস্ট্রেলিয়ান রেজিস্টার্ড ট্রেনিং অর্গানাইজেশন The Management Edge (TME) এর কৌশল নিয়ে আলোচনা সভা আয়োজন-০১টি।
০৭) আইএসসি রেজিস্ট্রেশনের জন্য খসড়া মেমোরেন্ডাম এ্যান্ড আর্টিকেলস অব এসোসিয়েশন চূড়ান্তকরণ শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন-০১টি;
০৮) "জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নে আইএসসি'র সদস্যদের ভূমিকা" বিষয়ে কর্মশালা আয়োজন-৪ টি;
০৯) পলিটেকনিক, টিএসসি এবং টিটিসি এর অধ্যক্ষদেরকে নিয়ে "ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি ফর প্রমোশন অব জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন টিভিইটি ইন বাংলাদেশ" বিষয়ে অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন-০২ টি;
১০) প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠিকে কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের কৌশলপত্র (স্ট্র্যাটেজি) এর খসড়া প্রণয়ন সংক্রান্ত সভা-০৮টি;
১১) "কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ (টিভিইটি) সেক্টরে অর্থায়ন পদ্ধতি" সংক্রান্ত কনসালটেটিভ কমিটির সভা আয়োজন-০১টি;
১২) Job Description, Job Specification, Personal Specification, Job, Occupation, Task ইত্যাদি সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে এনএসডিসি-সচিবালয়, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর কর্মকর্তাদের নিয়ে কর্মশালা আয়োজন-০১টি;
১৩) টটিসিসমূহে এনটিভিকিউএফ লেভেল অনুসারে কোর্স চালু করার বিষয়ে এনএসডিসি-সচিবালয়, বিএমইটি, বিটিইবি এবং আইএলও টিভিইটি রিফর্ম প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সমন্নয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন-০১টি;

১৪) রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সুইজারল্যান্ড-বাংলাদেশ ডেভেলাপমেন্ট ফেয়ার'২০১৩- তে অংশগ্রহণ-০১টি;
১৫) ন্যাশনাল স্কিলস সার্ভে-২০১২ এর ফেজ-০১ এর আওতায় স্কিল ডাটা সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধকরণ;
১৬) স্কিল ডাটা সেলের জন্য সার্ভার স্থাপন;
১৭) টিভিইটি প্রোভাইডার্স সার্ভের উপাত্ত সংগ্রহের কাজ সম্পন্ন। উপাত্ত সম্পাদনের কাজ চলমান;
১৮) এনএসডিসি'র ওয়েবসাইট তৈরী সম্পন্ন।

দেশে এবং বিদেশের শ্রম বাজারে বিকাশমান এবং পরিবর্তনশীল পেশাগত দক্ষতা যথাযথভাবে প্রতিফলিত করার জন্য জাতীয়ভাবে স্বীকৃত যোগ্যতা হিসেবে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (এনটিভিকিউএফ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্য ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা রপ্তানী খাত হিসেবে স্বীকৃত বিদেশে বাংলাদেশী শ্রমিকদের দক্ষতা ও জ্ঞানের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির ক্ষেত্রে জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো একটি নতুন যোগ্যতা-মাত্রা নির্ধারণ করবে। বর্তমান বিশ্বে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রম বাজারের দক্ষ শ্রম শক্তির চাহিদা ক্ষনে ক্ষনে পরিবর্তিত হচ্ছে আর তাই এর সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে কর্মসংস্থানমূলক দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনের (Employable Slilled Work Force) কোন বিকল্প নেই।

বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১৫.০.০ বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন

প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) প্রণয়ন করা হয়। আইনটি ০১ অক্টোবর ২০০৬ সাল থেকে কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনটি ১৯৬৮ সনে প্রণীত কোম্পানী মুনাফা (শ্রমিকদের অংশগ্রহণ) আইনের আধুনিক সংস্করণ। আইনটি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি ও বাধ্যবাধকতার অভাবে যথাযথভাবে কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এ ছাড়াও শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির ত্রয়োদশ বৈঠকে এ আইনটি সংশোধনের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আইনটি সংশোধনপূর্বক 'বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন (সংশোধন) আইন, ২০১৩ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ তারিখ বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ১৮ অক্টোবর ২০১০ তারিখে আইনটির একটি বিধিমালা প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে বিধিমালাটিও সংশোধন করা হয়েছে।

১৫.০.১ ফাউন্ডেশনের জনবল

ফাউন্ডেশনের জনবল নিয়োগ দেয়ার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব (শ্রম) ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক হিসেবে সার্বক্ষণিক দায়িত্ব পালন করছেন। ফাউন্ডেশনের ২০ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিচালনা বোর্ড রয়েছে। উক্ত পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মাননীয় মন্ত্রী, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এবং ভাইস-চেয়ারম্যান সচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়। ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক উক্ত বোর্ডের সদস্য-সচিব। শ্রমিক ও মালিক পক্ষের ৫ জন করে প্রতিনিধিসহ ৭ জন বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব পর্যায়ের প্রতিনিধি উক্ত বোর্ডের সদস্য।

১৫.০.২ আইনের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক ও তার পরিবারের কল্যাণ সাধন, অসুস্থ/অক্ষম বা অসমর্থ শ্রমিকদের আর্থিক সাহায্য প্রদান, দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু ঘটলে তার পরিবারবর্গকে সাহায্য প্রদান, শ্রমিকদের জীবন বীমাকরণের জন্য যৌথ বীমা ব্যবস্থার প্রবর্তন করাসহ শ্রমিকের পরিবারের মেধাবী সদস্যকে শিক্ষার জন্য বৃত্তি কিংবা স্টাইপেন্ড প্রদান করা ফাউন্ডেশনের মূল উদ্দেশ্য।

১৫.০.৩ তহবিল

ফাউন্ডেশনের একটি 'শ্রমিক কল্যাণ তহবিল' রয়েছে। উক্ত তহবিলে এ পর্যন্ত (০৫/০৮/২০১৫) ১০৪,৭৬,২১,৩২৩ (একশত চার কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ একুশ হাজার তিনশত তেইশ) টাকা জমা হয়েছে।

১৫.০.৪ ফাউন্ডেশন তহবিল হতে আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান

ফাউন্ডেশনের শ্রমিক কল্যাণ তহবিল হতে এ পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ৩৮৮ জন শ্রমিককে মোট ১,৬৩,৯৮,৩৫৫/- (এক কোটি তেষট্রি লক্ষ আটানব্বই হাজার তিনশত পঞ্চান্ন) টাকা আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ করে তাজরীন ফ্যাশনস লিঃ এর ১১১ জনকে জনপ্রতি ০১ (এক) লক্ষ টাকা এবং জানুয়ারি/২০১৫ পরবর্তী ০৩ মাসে অবরোধ কর্মসূচীতে আগুন ও পেট্রোল বোমায় নিহত/আহত ৯৯ জনকে (নিহত ০৬ জন ও আহত ৯৩ জন) জনপ্রতি ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা করে আর্থিক অনুদান/সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

ILO CONVENTIONS RATIFIED BY BANGLADESH

Sl. No.	Title of the Convention (Year, No.)	Date of Ratification
1.	Hours of works (Industry) Convention, 1919 (No.1)	22.06.1972
2.	Night Work(Women) Convention, 1919 (No. 4)	22.06.1972
3.	Night work of Young Persons (Industry) Convention, 1919 (No.6)	22.06.1972
4.	Right of Association (Agriculture) Convention,1921 (No.11)	22.06.1972
5.	Weekly Rest (Industry) Convention, 1919 (No.14)	22.06.1972
6.	Minimum Age (Trimmers & Stokers) Convention, 1921 (No.15)	22.06.1972
7.	Medical Exam. of Young Persons (sea) Convention, 1921 (No.16)	22.06.1972
8.	Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention, 1925 (No.18)	22.06.1972
9.	Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention,1925 (No.19)	22.06.1972
10.	Inspection of Emigrants Convention, 1926 (No.21)	22.06.1972
11.	Seamen's Articles of Agreement Convention, 1926 (No.22)	22.06.1972
12.	Marking of Weight (Packages Transported by vessels) Convention, 1929 (No.27)	22.06.1972
13.	* Forced Labour Convention, 1930 (No.29)	22.06.1972
14.	Protection Against Accident (Dockers) (revised) Convention, 1932 (No.32)	22.06.1972
15.	Underground work (women) Convention, 1935 (No.45)	22.06.1972
16.	Minimum Age(Industry) (revised) Convention, 1937 (No.59)	22.06.1972
17.	Final Articles Revision Convention, 1946 (No.80)	22.06.1972
18.	Labour Inspection Convention, 1947 (No.81)	22.06.1972
19.	***** Freedom of Association & Protection of the Right to Organize Convention, 1948 (No.87)	22.06.1972
20.	Night Work (Women) convention (revised) 1948 (No.89)	22.06.1972
21.	Night Work of Young Persons (Industry) (revised) Convention, 1948 (No.90)	22.06.1972
22.	Fee-charging Employment Agencies Convention (revised), 1949 (No.96)	22.06.1972
23.	***** Right to Organize & Collective Bargaining Convention, 1949 (No.98)	22.06.1972
24.	***** Equal Remuneration Convention , 1951 (No.100)	28.01.1998
25.	***** Abolition of Forced Labour Convention , 1957 (No.105)	22.06.1972
26.	Weekly Rest (commerce & offices) Convention, 1957 (No.106)	22.06.1972
27.	Indigenous & Tribal Population Convention, 1957 (No.107)	22.06.1972
28.	***** Discrimination (Employment & Occupation) Convention , 1958 (No.111)	22.06.1972
29.	Final Articles Revision Convention, 1961 (No.116)	22.06.1972
30.	Equality of Treatment (Social Security) Convention , 1962 (No.118)	22.06.1972
31.	Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No.144)	17.04.1979
32.	Nursing Personnel Convention, 1977 (No.149)	17.04.1979
33.	***** Worst Forms of Child Labour Convention , 1999 (No.182)	12.03.2001
34.	Seafarer's Identify Document Convention (revised), 2003 (No.185)	28.04.2014
35.	Maritime Labour Convention 2006	06.11.2014

* ILO Core conventions.

অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	এ্যালুমিনিয়াম ও এ্যালুমিনিয়ামজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Manufacturing of aluminum products)।	(ক) এ্যালুমিনিয়াম পূনঃপ্রক্রিয়াকরণ ও নতুন এ্যালুমিনিয়াম সামগ্রী তৈরী, ডাইস ও ছাঁচ ব্যবহার করা; (খ) ধাঁরালো, ভারী ও ঘুর্ণায়মান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) দীর্ঘ সময় শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) সারাক্ষণ বদ্ধ পরিবেশে কাজ করা; (ঙ) গরম ও উত্তাপে কাজ করা; এবং (চ) এ্যালুমিনিয়াম গুড়ার মধ্যে কাজ করা।	(ক) নিউমোনিয়া; (খ) কাশি; (গ) রক্ত কাশি (ঘ) আঙ্গুলে দাঁদ (এ্যাকজিমা); (ঙ) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক ক্ষত; (চ) আঙ্গুলে গ্যাংগ্রিন; (ছ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (জ) শিরায় রক্ত জমাট বাঁধা; এবং (ঝ) শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া।
২।	অটোমোবাইল ওয়ার্কশপ (Automobile Workshop)।	(ক) সিনিয়র কারিগরদের সহযোগী হিসাবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর বা বিপদজনক পরিবেশে কাজ করা; (ঘ) পাইপের সাহায্যে মুখ দিয়ে পেট্রোল বা ডিজেল টানিয়া লওয়া; (ঙ) গ্রীজ, কেরোসিন, মবিল ব্যবহার করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া গাড়ীর নিচে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (গ) হাতে গ্যাংগ্রিন; (ঘ) শ্বাস নালীর সংক্রমণ (ব্রংকিউলাইটিস); (ঙ) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
৩।	ব্যাটারী রি-চার্জিং (Battery re-charging)।	ক্ষতিকর অক্রাইড, কার্বন ও বিদ্যুতের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) ফুসফুসে পানিজমা; (খ) কাশি, নিউমোনিয়া, ফুসফুসে সংক্রমণ; (গ) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (ঘ) হাতে গ্যাংগ্রিন ও এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (চ) হাতে ক্ষত।
৪।	বিড়ি ও সিগারেট তৈরী (Manufacturing of Bidi and Cigarette)।	(ক) তামাক শুকানো ও প্রক্রিয়াকরণ করা; (খ) বিড়ি বানানো ও মোড়ক তৈরী করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে দীর্ঘ সময় কাজ করা; (ঘ) তামাকের গুড়া ও নিকোটিনের সরাসরি সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (ঙ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে একনাগাড়ে ক্ষতিকর পদার্থ গ্রহণ করা।	(ক) ফুসফুসের রোগ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) উচ্চ রক্তচাপ; (ঘ) হৃদরোগ ও হৃদরোগ জনিত শারীরিক সমস্যা এবং (ঙ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত।
৫।	ইট বা পাথর ভাঙ্গা (Brick or Stone breaking)।	(ক) কাজের সময় শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ইট ও পাথর গুড়া গ্রহণ করা; (খ) সরাসরি সূর্যের তাপে দীর্ঘক্ষণ কাজ করা; (গ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (ঘ) ভারী যন্ত্রপাতি উঠানো-নামানো।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত দৈহিক আঘাত; (খ) হাত ও আঙ্গুল ছিলিয়া যাওয়া; (গ) সর্দি কাশি ও ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) শ্রবণশক্তি হ্রাস পাওয়া; এবং (ঙ) দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পাওয়া।
৬।	ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ বা লেদ মেশিন (Engineering workshop including lathe-machine)।	(ক) লোহা কাটা ও গলানোর কাজ করা; (খ) গলানো লোহা দিয়ে কাঠামো তৈরী করা; (গ) ক্ষুদ্র যন্ত্রাংশের জন্য ছাঁচ ও ব্লক তৈরী করা; (ঘ) অতি দ্রুত গতির ঘূর্ণায়মান মেশিন ও কম্পমান যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঙ) গরম ও জলন্ত ধাতব কণা ও ধুলাবালির সংস্পর্শে কাজ করা ।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) বাত ও বাতজনিত কারণে পায়ের জয়েন্ট ফুলিয়া যাওয়া; (গ) পায়ের শিরা ফুলিয়া যাওয়া; (ঘ) শিরায় রক্তজমাট বাধা; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) চোখের পানি পড়া; এবং (ছ) দৃষ্টি শক্তির সমস্যা।
৭।	কাঁচ ও কাঁচের সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of glass & glass products)।	(ক) ভাংগা কাঁচের টুকরা পরিস্কার ও গুড়া করা; (খ) কাঁচ গলানো ও বিভিন্ন কাঁচের দ্রব্য তৈরীর জন্য গলানো কাঁচ ছাঁচে ঢালা; এবং (গ) তীব্র গরম ও উচ্চ শব্দের সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) অসহ্য খুসখুসে কাশি; (গ) ঘন আঠাযুক্ত কাশি; (ঘ) রক্ত কাশি; (ঙ) শ্বাসকষ্ট; (চ) ক্ষুধামন্দা; (ছ) জ্বর; (জ) হাড়ে ব্যথা; (ঝ) মাথা ব্যথা; (ঞ) বমি বমি ভাব; এবং (ট) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হওয়া।
৮।	ম্যাচ তৈরী (Manufacturing of	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি (কার্বন, ফসফরাস), গ্লু ও কাঠের টুকরা লইয়া কাজ করা;	(ক) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) আঙ্গুলে ঘা;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	matches)।	(খ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও কাঠের গুড়ার সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাভাবিক ভঙ্গিমায় স্বল্প পরিসরে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(গ) গিরায় ব্যাথা; (ঘ) বাত ও বাতজনিত কারণে বিকৃতি, এবং (ঙ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৯।	প্লাস্টিক বা রাবার সামগ্রী তৈরী (Manufacturing of plastic or rubber products)	(ক) প্লাষ্টিক ও রাবার গলানো; (খ) বিভিন্ন ধরণের ছাঁচের মধ্যে গলানো দ্রব্যাদি ঢালা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্য ও ধুলা গ্রহণ করা; এবং (ঘ) বিভিন্ন প্লাস্টিক ও রাবারের দ্রব্যাদি তৈরীর জন্য নানা ধরনের ছাঁচ ব্যবহার করা।	(ক) শুষ্ক কাশি; (খ) নিউমোনিয়া; (গ) হাপাঁনি (এ্যাজমা); (ঘ) দীর্ঘস্থায়ী ফুসফুসের প্রদাহ; (ঙ) যকৃতের দূরারোগ্য ব্যাধি; এবং (চ) মূত্রাশয় ক্যানসার।
১০।	লবন তৈরী (Salt refining)।	(ক) লবনে আয়োডিন সংমিশ্রণ করা; এবং (খ) লবন মাপা ও মোড়কজাত করা।	(ক) রক্তশূণ্যতা; (খ) শরীর ফুলে যাওয়া; (গ) চামড়ায় চুলকানি জনিত প্রদাহ, (ঘ) এলার্জি; (ঙ) ঘষাজনিত চামড়ার প্রদাহ; (চ) হাতে-পায়ে ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়া জনিত সংক্রমণ; এবং (ছ) ক্ষুধামন্দা, বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১১।	সাবান বা ডিটারজেন্ট তৈরী (Manufacturing of soap or detergent)।	(ক) পশুর চর্বি, কার্বলিক এসিড ও গ্লিসারিনের সংমিশ্রণ তৈরী করা; এবং (খ) সাবান তৈরী ও মোড়কজাত করা।	(ক) চুলকানি জনিত চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতের আঙ্গুল ও পায়ের আঙ্গুলে ক্ষত; (গ) অসহ্য কাশি; (ঘ) নিউমোনিয়া; (ঙ) ফুসফুসের প্রদাহ বা দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহ; এবং (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা)।
১২।	স্টীল ফার্নিচার বা গাড়ী বা মেটাল ফার্নিচার রং করা (Steel furniture or car or metal furniture painting)।	(ক) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া দীর্ঘ সময় বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে কাজ করা; (খ) স্টীলের টুকরো পরিষ্কার করা, স্টীল পলিশ করা ও রং লাগানো; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে সীসা ও বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্য ও ধাতব গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা।	(ক) দেহে সীসা প্রবেশজনিত বিষক্রিয়া; (খ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া; (গ) পেটে ব্যথা; (ঘ) যকৃতের প্রদাহ; (ঙ) ঘনকাশি ও রক্তকাশি; (চ) হাঁপানি (এ্যাজমা); (ছ) ফুসফুসের প্রদাহ; (জ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; (ঝ) সীসার কারণে ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ ও চামড়ার ক্যান্সার; এবং (ঞ) এলার্জি।
১৩।	চামড়াজাত দ্রব্যাদি তৈরী (Tanning and dressing of leather.)।	(ক) এসিড ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারের মাধ্যমে চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা; (খ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যবহার না করিয়া ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; এবং (গ) অস্বাস্থ্যকর ও ভীষণ দুর্গন্ধের মধ্যে কাজ করা।	(ক) এনথ্রাক্সজনিত কারণে হাতে ও পায়ে বেদনাদায়ক ঘাঁ; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ; (ঙ) ফাঙ্গাস জনিত প্রদাহ; (চ) আঙ্গুলের মাঝে ঘাঁ; (ছ) ডায়রিয়া; এবং (জ) ক্ষুধামান্দা ও বমি।
১৪।	ওয়েলডিং বা গ্যাস বার্নার (Welding works or gas burner mechanic)।	(ক) লোহা কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা এবং গ্রীল, জানালা ও দরজা তৈরী করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ও মেশিন ব্যবহার করা; (গ) আগুনের শিখার সংস্পর্শে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধাতুর গুড়া শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (ঙ) ক্ষতিকারক গ্যাস দিয়া কাজ করা; এবং (চ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ওয়েল্ডিং এর কাজ করা।	(ক) চোখ নষ্ট হওয়া; (খ) চোখে জ্বালাপোড়া; (গ) চোখ লাল হওয়া; (ঘ) চোখ চুলকানো; (ঙ) চোখের প্রদাহ; (চ) অন্ধত্ব; (ছ) চামড়ায় জ্বালাপোড়া; (জ) হাতে ও পায়ে keloid তৈরী; (ঝ) ফুসফুসে দ্রুত পানি আসা; (ঞ) নিউমোনিয়া; (ট) শ্বাসকষ্ট; (ঠ) হাতে ও পায়ে ঘা; (ড) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হইয়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঢ) দাহ্য পদার্থ দ্বারা দুর্ঘটনা;

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
			(ণ) নিশ্বাসজনিত নিউমোনিয়া ও শ্বাস কষ্ট; এবং (ত) যান্ত্রিক আঘাত।
১৫।	কাপড়ের রং ও ব-ীচ করা (Dyeing or bleaching of textiles)।	(ক) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি মোড়কজাত পরিমাপ ও বিক্রি করা; এবং (খ) কোন ধরণের নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ও স্পর্শ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যথাজনিত ঘা; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দূর্বলতা; এবং (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ।
১৬।	জাহাজ ভাঙ্গা (Ship breaking)।	(ক) ট্যাংকার হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; (খ) ব্যারেল ও কন্টেইনারে হইতে জ্বালানী তৈল সংগ্রহ করা; এবং (গ) স্টীলের শীট সংগ্রহ ও বহন করা।	(ক) শরীরের চামড়ায় ও চোখে জখম; (খ) চোখ হইতে পানি পড়া; (গ) পিঠে ব্যথা; এবং (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ।
১৭।	চামড়ার জুতা তৈরী (Manufacturing of leather footwear)।	(ক) বিভিন্ন ধরনের জুতা তৈরীর জন্য চামড়ার টুকরো পরিষ্কার করা, বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ করা এবং কাটা ও সেলাই করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি, বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও রং ব্যবহার করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাবারের গুড়া গ্রহণ করা; এবং (ঘ) আবদ্ধ পরিবেশে ও স্বল্প আলো-বাতাসে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) হাতে ও পায়ে ব্যাথাদায়ক ক্ষত; (খ) জ্বর; (গ) অত্যধিক শারীরিক দুর্বলতা; (ঘ) চামড়ার প্রদাহ ও ফাঙ্গাস সংক্রমণ; (ঙ) হাত ও পায়ের আঙ্গুলে ঘা; (চ) ডায়রিয়া; এবং (ছ) বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
১৮।	ভলকানাইজিং (Vulcanizing)।	(ক) গাড়ির চাকা মেরামত ও সার্ভিসিং কাজে সিনিয়র কারিগরকে সহায়তা করা; (খ) ভারী চাকা বহন করা; (গ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; এবং (ঙ) হারনিয়া।
১৯।	মেটাল কারখানা (Metal works)।	(ক) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করিয়া মেটালের টুকরো কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (খ) রং করার জন্য বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা; এবং (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত রাসায়নিক দ্রব্য ও মেটালের গুড়া গ্রহণ করা।	(ক) দুর্ঘটনা জনিত আঘাত; (খ) মাথা ব্যথা; (গ) বমি বমি ভাব; (ঘ) পায়ের রগ ফুলিয়া যাওয়া; (ঙ) চোখে চুলকানি; (চ) চোখে পানি আসা; এবং (ছ) দৃষ্টিশক্তি লোপ পাওয়া।
২০।	জিআই শীট বা চুনাপাথর বা চক সামগ্রীর কাজ (Manufacturing of Gl sheet products or limestone or chalk products)।	(ক) প্রচন্ড তাপে কাজ করা; (খ) উত্তপ্ত পদার্থ এবং জলন্ত ও ভারী যন্ত্রপাতির ব্যবহার করা; (গ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা; (ঘ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি ওজন ও বিক্রি করা; (ঙ) বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা; (চ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত খালি হাতে রাসায়নিক দ্রব্য নাড়াচাড়া করা; (ছ) প্লাস্টিক মন্ড ব্যবহার করা; এবং (জ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সাহিত রাসায়নিক দ্রব্যাদির সুক্ষ্ম কণা গ্রহণ করা।	(ক) ক্রমাগত মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টিশক্তি লোপ; (ঘ) শ্রবণশক্তি লোপ; (ঙ) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (চ) শরীরের চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ছ) হাতে ও পায়ে ক্ষত; এবং (জ) শ্বাস কষ্ট।
২১।	স্পিরিট ও এলকোহলজাত দ্রব্যাদি প্রক্রিয়াকরণ (Rectifying or blending of spirit & alcohol)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (গ) বিভিন্ন রাসায়নিক রং ব্যবহার করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাসকষ্ট।
২২।	জর্দা ও তামাক বা কুইবাম তৈরী (Manufacturing of jarda and quivam)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (গ) ধাঁরালো টিনের সরঞ্জামাদি ব্যবহার করা; এবং (ঘ) উচ্চ শব্দের মধ্যে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাতে ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৩।	কীটনাশক তৈরী (Manufacturing of pesticides)।	(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; এবং (খ) বিভিন্ন ধরণের রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া; (ঘ) হাত ও পায়ে সংক্রমণ ও ঘা; এবং (ঙ) শ্বাস কষ্ট।
২৪।	স্টীল ও মেটাল কারখানার কাজ (Iron and steel foundry or casting of iron and	(ক) লোহার গুড়া ও লোহার কণার সংস্পর্শে আসা; (খ) উচ্চ শব্দ ও নোংরা পরিবেশে কাজ করা; (গ) লেদ মেশিনে নাট ও বোল্ট তৈরীর কাজ করা;	(ক) মাথা ব্যথা (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) চামড়া পুড়িয়া যাওয়া।

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	steel)।	(ঘ) ভারী ও ধারালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়া মেটাল ও স্টীল কাটা এবং বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঙ) ধুলাবালির মধ্যে কাজ করা।	
২৫।	আতশবাজী তৈরী (Fire works)।	(ক) উত্তপ্ত গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) কোন নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত ধারালো ও উত্তপ্ত যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (গ) অত্যধিক গরমে কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; এবং (গ) শ্বাস কষ্ট।
২৬।	সোনার দ্রব্যাদি বা ইমিটেশন বা চুড়ী তৈরীর কারখানায় কাজ (Manufacturing of jewellery and imitation ornaments or bangles factory or goldsmith)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্য ও বিভিন্ন ধরনের উত্তাপক গ্যাস ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (খ) মেটাল দ্রব্যাদি কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা; (গ) শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থ গ্রহণ করা; (ঘ) কাঁচ, মেটাল ও প্লাস্টিক পরিষ্কার ও গুড়া করা; (ঙ) রাসায়নিক প্লাস্টিক ও কাঁচ ব্যবহার করিয়া গলানো ও যুক্ত করিবার কাজ করা; (চ) সরাসরি অগ্নিশিখা ও রাসায়নিক প্লাস্টিক ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা; (ছ) অস্বাভাবিক দেহ ভঙ্গিতে দৃষ্টি ও হাতের সর্বোচ্চ সমন্বয়ে কাজ করা; (জ) বিপদজনক নাইট্রিক ও সালফিউরিক এসিডের আগুন ব্যবহার করিয়া স্বর্ণ গলানো ও আকৃতি তৈরী করা; এবং (ঝ) অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও স্বল্প আলোতে ছোট জায়গায় এবং আগুন লইয়া কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) শ্বাস কষ্ট; (ঘ) দৃষ্টিশক্তির সমস্যা; (ঙ) চোখ চুলকানো; (চ) চোখে পানি পড়া; (ছ) ক্ষুধামন্দা; (জ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (ঝ) শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিতে ব্যাঘাত; (ঞ) চোখে জ্বালাপোড়া করা; এবং (ট) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত।
২৭।	ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার (Truck or tempo or bus helper)।	(ক) সরাসরি রৌদ্রের মাঝে ট্রাক বা টেম্পো বা বাস হেল্পার হিসেবে কাজ করা; (খ) বিভিন্ন ধরনের গাড়ীর ধোঁয়া সরাসরি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; এবং (গ) অনিয়মিত খাবার গ্রহণ।	(ক) সড়ক দুর্ঘটনা ; (খ) পাকস্থলিতে ঘা; (গ) ক্ষুধামন্দা; (ঘ) বমি বমি ভাব; (ঙ) ওজন কমিয়া যাওয়া; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) মাথা ব্যাথা; (জ) শ্রবনশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া; (ঝ) মূত্রনালীতে সংক্রমণ; এবং (ঞ) শারিরীক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যঘাত।
২৮।	স্টেইনলেস স্টীল সামগ্রী তৈরী (Stainless steel mill, cutlery)।	(ক) উচ্চ শব্দের মধ্যে ও শ্বাসরোধকর গতিবেগে কাজ করা; এবং (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি এবং অতিরিক্ত গরমে লোহার কণা ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির সংস্পর্শে কাজ করা ।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) খুসখুসে কাশি; (গ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঘ) হাঁপানি; (ঙ) শ্রবণশক্তি বাধাগ্রস্থ হওয়া; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; এবং (ছ) হাত ও পায়ে ক্ষত।
২৯।	ববিন ফ্যাক্টরীতে কাজ (Bobbin factory)।	(ক) কাঠ কাটা ও বিভিন্ন আকৃতি তৈরী করা, পলিশ ও রং করা; (খ) কাঠের গুড়া ও ধুলাবালি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করা; (গ) খালি হাতে স্পিরিট ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা; (ঘ) কাঠের বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও আসবাবপত্র বার্ণিস করা; (ঙ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি লইয়া কাজ করা; এবং (চ) গাছের বৃহৎ কান্ড বা খন্ড বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) আঘাত জনিত সংক্রমণ; (গ) ঠান্ডাকাশি; (ঘ) ফুসফুসে প্রদাহ; (ঙ) অ্যাজমা; এবং (চ) নাকের ভিতরে ক্যান্সার।
৩০।	তাঁতের কাজ (Weaving worker)।	(ক) তাঁত বোনা ও রং ব্যবহার করা; (খ) চোখের তীক্ষ্ণ ব্যবহার করিয়া কাজ করা; (গ) দীর্ঘ সময় ধরিয়া অপর্যাপ্ত ভেন্টিলেশনে ও অল্প আলোতে কাজ করা; এবং (ঘ) তাঁতের ফ্রেম ব্যবহার করা।	(ক) চোখে ব্যথা; (খ) চোখে অতিরিক্ত পানি পড়া; (গ) দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত; (ঘ) মাথা ব্যথা; (ঙ) মাথা ঘোরা; (চ) বাত; (ছ) শ্বাসকষ্ট; এবং (জ) স্নায়ুবিক সমস্যা।

ক্রমিক নং	পেশার ধরণ বা ক্ষেত্র	অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ	শারীরিক, মানসিক ও পারিপার্শ্বিক প্রভাব
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৩১।	ইলেকট্রিক মেশিনের কাজ (Electric mechanic)।	(ক) ইলেকট্রিশিয়ানকে সকল ধরণের বৈদ্যুতিক কাজে সহায়তা করা; (খ) ভারী ও ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; (গ) যথাযথ নিরাপত্তা সরঞ্জাম ব্যতীত কাজ করা; এবং (ঘ) বিদ্যুত স্পৃষ্ট হইবার ঝুঁকিতে থাকা।	(ক) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা; (খ) বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হওয়া; (গ) এ্যাজবেসটোমিস; এবং (ঘ) ফুসফুসে দীর্ঘমেয়াদী প্রদাহ।
৩২।	বিস্কুট বা বেকারী কারখানার কাজ (Biscuit factory or bakery)।	(ক) আটা, বেকিং পাউডার ও চিনি মিশানো; (খ) আগুনের চুল্লীতে কাজ করা; (গ) চুলায় বেকিং ট্রে প্রবেশ এবং বাহির করা; এবং (ঘ) দিন বা রাত উভয় সিফটে দীর্ঘ সময় কাজ করা।	(ক) মাথা ব্যথা; (খ) বমি হওয়া; (গ) দৃষ্টি শক্তি সমস্যা; (ঘ) ক্ষুধামন্দা; (ঙ) পাকস্থলিতে ঘা; (চ) কোষ্ঠকাঠিণ্য; (ছ) পাকস্থলিতে প্রদাহ; এবং (জ) যকৃতে প্রদাহ।
৩৩।	সিরামিক কারখানার কাজ (Ceramic factory)।	(ক) প্রচন্ড তাপের মাঝে কাজ করা; এবং (খ) রাসায়নিক সিলিকা জাতীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করা।	(ক) সিলিকসিস; (খ) ফুসফুসে ক্যান্সার; এবং (গ) কণ্ঠনালীতে ক্যান্সার।
৩৪।	নির্মাণ কাজ (Construction)।	(ক) পাথর ভাঁঙ্গা ও ইট-ভাটায় কাজ করা; (খ) রাজমিস্ত্রীকে সহযোগীতা করা; (গ) ভারী জিনিস বহন করা; (ঘ) নিরাপত্তা সরঞ্জাম ছাড়া কাজ করা; এবং (ঙ) সরাসরি রৌদ্রে কাজ করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) ঘর্ষণজনিত আঘাত; (গ) ধনুষ্টংকার (টিটেনাস); (ঘ) বাত; (ঙ) হারনিয়া; (চ) শ্বাসকষ্ট; (ছ) যক্ষা; (জ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার রোগ; এবং (ঝ) হাত ও পায়ে ঘা।
৩৫।	কেমিক্যাল ফ্যাক্টরীতে কাজ (Chemical factory)।	(ক) রাসায়নিক দ্রব্যাদি লইয়া কাজ করা; (খ) রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে আসা; (গ) শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গিমায় দীর্ঘ সময় প্রচন্ড শব্দের মধ্যে কাজ করা, এবং (ঘ) ভারী বোঝা বহন করা।	(ক) চামড়ার প্রদাহ; (খ) হাতে ও পায়ে ঘা; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) বিকলাঙ্গ; এবং (চ) শ্বাসতন্ত্রের রোগ।
৩৬।	কসাই এর কাজ (Butcher)।	(ক) রক্তের মাঝে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করা; (খ) ধাঁরালো যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা; এবং (গ) নিয়মিত গরু বা ছাগল কাটা।	(ক) চামড়ার রোগ যেমন- খোস পাচড়া; (খ) দাঁদ (একঁজিমা); (গ) হাতে ও পায়ে ঘা; এবং (ঘ) হৃদরোগ।
৩৭।	কামারের কাজ (লোহা বা লৌহ পেটানোর কাজ) (Blacksmith)।	(ক) ধারালো যন্ত্রপাতি ও হাতুড়ির সাহয্যে লোহা পরিষ্কার করা, গলানো ও বিভিন্ন আকৃতি প্রদান করা। এবং (খ) প্রচন্ড আওয়াজ, তাপ, অগ্নি স্ফুলিঙ্গ ও ধোঁয়ার সংস্পর্শে কাজ করা।	(ক) শ্রবণ যন্ত্রে সমস্যা; (খ) হাত, হাটু ও কনুইয়ের বিকৃতি; (গ) গিরায় ব্যথা; (ঘ) বাত; (ঙ) ফাঙ্গাসজনিত প্রদাহ; (চ) ঘর্ষণজনিত চামড়ার প্রদাহ; (ছ) Tenosynvitis; Bursitis; এবং (জ) দুর্ঘটনার কারণে হাত, পা ও চোখে ক্ষত।
৩৮।	বন্দরে এবং জাহাজে মালামাল হ্যান্ডলিংয়ের কাজ (Handling of goods in the ports and ships)।	ভারী মালামাল উঠানো-নামানো এবং বহন করা।	(ক) দুর্ঘটনাজনিত আঘাত; (খ) গিরায় ব্যথা ও ফুলে যাওয়া; (গ) দৈহিক আঘাত; এবং (ঘ) বিস্ফোরণ জনিত দুর্ঘটনা ।

Implementation Progress Report of Annual Performance Agreement (APA)
Ministry of Labour and Employment
From July 2014 to June 2015

Strategic Objectives	Activities	Performance Indicators	Unit	Target 2014-15	Achievement from July, 2014 to June 2015
(1) To Improve Working Envoronment and Welfare of Workers Employed in Factories and Establishments	1.1 Trade Unions registration	Trade Union registered	Number	370	298
	1.2 Conducting Trade Union elections	Trade Union election conducted	Number	10	11
	1.3 Settlement of labour disputes through arbitration	Disputes settled	Number	40	114
	1.4 Providing training to the representatives of workers and owners on labour laws, industrial relations and labour welfare	Person trained	Number	7000	7180
	1.5 Disposal of cases relating to labour disputes through labour courts	Cases disposed	Number	4700	6273
	1.6 Prevention and settlement of labour unrest through inspecting enterprises	complain redressed through inspection	%	80	57%
	1.7 Providing free primary healthcare services, family planning counselling and services and recreational facilities to workers	Workers and their families provided healthcare services	Number	42000	42014
		Workers and their families provided family planning services	Number Number	19000	20408
		Workers and their family members provided rcreational facilities	Number	115200	115500
(2) To Enhance Growth in Employment Facilitated Through a Skilled Labour Force	2.1 Developing a skilled labour force, providing job-oriented training and formulating various learning programmes	Participants participated in training and workshop	Number	3300	3324
(3) To Improve Labour Related Compliance	3.1 Ensuring occupational health, safety and welfare of workers in the private sector	Compliance factories and establishments	Number	6960	6985
	3.2 Conducting inspections and motivational activities	Factories and establishments inspected	Number	19000	22450
	3.3 Filing cases against law breaking people in labour related issues	Cases filed	Number	1490	1940
	3.4 Conducting special drives to reduce fire and other accidents, building safety and fire safety specially in garments factories	Special drives conducted	Number	3469	2943
	3.5 Registration & Renewal of Factories & Establishements	Registration issued	Number	2020	3258
		Renewal issued	Number	8052	8305
(4) To Ensure Minimum Wages for the Workers	4.1 Determination and implementation of minimum wages for the workers of private industrial sectors	industrial sectors determined the minimum wages	Number	1	3

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্প ঃ

ক. ২০১৫-১৬ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ ঃ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদ	প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি
০১।	"নর্দান এরিয়াস রিডাকশন অব পোভার্টি ইনিশিয়েটিভ (NARI)" প্রকল্প ০১/০১/২০১১ হতে ৩১/১২/২০১৫ পর্যন্ত	বাংলাদেশের উত্তর বঙ্গের বিশেষত দরিদ্র এবং পশ্চাৎপদ এলাকার (লালমনিরহাট, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নিলফামারী ও গাইবান্ধা) মহিলা জনগোষ্ঠিকে গার্মেন্টস সেক্টরে প্রশিক্ষণ (সংশ্লিষ্ট তথ্য সরবরাহ, কারিগরি জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ইত্যাদি) প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।	প্রকল্পটির অনুমোদিত ব্যয় ৩২৬২৭.৮০ লক্ষ টাকা (জিওবি ৭৭৭০.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৪৮৫৭.৮০ লক্ষ টাকা)। প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী তে মোট ৪৯৭১.০০ লক্ষ (উনপঞ্চাশ কোটি একাত্তর লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ৩টি ট্রেনিং কেন্দ্র ও ডরমিটরি নির্মান কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ইতিমধ্যে প্রতি ৩ মাস অন্তর আন্তর ৯০০ জন প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
০২।	"৩টি শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন এবং ২২টি শ্রম কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কার ও আধুনিকায়ন" প্রকল্প (০১/০৭/২০১২ হতে ৩০/০৯/২০১৫ পর্যন্ত)	শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তনসমূহের এবং শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোর অবকাঠামোগত মেরামত ও সংস্কার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি, বিভিন্ন শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রগুলোকে শক্তিশালী করার জন্য আধুনিক সরঞ্জাম ক্রয় প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১৫.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ ১০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের কুষ্টিয়া, সরিষাবাড়ী এবং জামালপুর শ্রম কল্যাণ কেন্দ্রের কাজ শুরু হয়েছে । ২০১৫ সালের মধ্যে কাজ সমাপ্ত হবে বলে আশা করা যায়।
০৩।	"শ্রম ভবন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প		শ্রম ভবনঃ ''Construction of Labour Tower'' শীর্ষক প্রকল্পটি ৬৩০৬.৪১ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়। বর্তমান ভবন ভাঙ্গার জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে।

০৪।	"কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ এবং ০৯টি জেলা কার্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্প (০১/০১/২০১৩ হতে ৩১/১২/২০১৬ পর্যন্ত	৫টি জোনাল অফিস ভবন ও ৪ টি আঞ্চলিক অফিস ভবন নির্মাণ, জনবল নিয়োগ, কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান সমূহের ডাটাবেজ তৈরি করাই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৭২৫০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি)। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে চলতি বছরের বরাদ্দ আছে ১৬০০.০০ লক্ষ টাকা । এ প্রকল্পের আওতায় ৯টি জেলায় ৫টি জোনাল অফিস ও ৪টি আঞ্চলিক অফিস স্থাপন কাজের মধ্যে এ যাবৎ ৬টি স্থানের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছিল। এর মধ্যে ৫টি স্থানে কাজের জন্য কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ চলছে। টঙ্গী, গাজীপুরের কাজ ইতোমধ্যে উদ্বোধন করা হয়েছে এবং কুমিল্লায় অফিস স্থাপনের কাজের উদ্বোধন অতি সত্বর করা সম্ভব হবে। অন্যান্য স্থানের কাজের জন্য লে-অইট প্ল্যান, সয়েল টেস্ট, স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ চলমান রয়েছে। রংপুরে ভূমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ময়মনসিংহে জমির স্বল্পতার কারণে প্লান সংশোধন করা হয়েছে এবং মৌলবীবাজারে সংশোধিত লে-আউট চুড়ান্ত করা হয়েছে।

খ. কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসমূহ (চলমান) ঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের কাজ	উন্নয়ন কাজের বিবরণ ও অগ্রগতি
১।	Promoting Fundamental Principles and Rights at Work in Bangladesh Project (FPRW Project) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প। (১৫ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৫)	তৈরী পোষাক শিল্পে শ্রমিক সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করা লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম দপ্তরের (USDOL)-এর সহায়তা Promoting Fundamental Principles and Rights at Work in Bangladesh Project (FPRW Project) শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ১৫ জানুয়ারি/২০১২-জুন/২০১৫ পর্যন্ত। শ্রম পরিদপ্তরের ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম আধুনিকায়ন, শ্রম পরিদপ্তর ও কলকারাখানা ও প্রতিষ্ঠান অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান, মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, মালিক ও শ্রমিকদেরকে সচেতনামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। প্রকল্পের আওতায় মার্চ/২০১৫ পর্যন্ত প্রায় ৩১০০ জন শ্রমিক, মালিক ও কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির মাধ্যমে শ্রম পরিদপ্তরের জন্য ট্রেড ইউনিয়ন কার্যক্রম সম্পর্কিত ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে।
২।	Promoting Fundamental Rights at Work and Labour Relations in Export Oriented Industries in Bangladesh শীর্ষক টিএ প্রকল্প। (অক্টোবর/২০১৩-আগস্ট/২০১৫)	নরওয়ে সরকারের ১৯.৮৮ কোটি টাকা আর্থিক অনুদানে আইএলও-এর কারিগরি সহায়তায় অক্টোবর/২০১৩-আগস্ট/২০১৫ মেয়াদে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলোঃ (১) তৈরী পোষাক, চিংড়ি, জুতা ও চামড়া শিল্প মালিক এবং শ্রমিকদের শ্রম অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা করা; (২) মালিক-শ্রমিক সম্পর্কেও উন্নয়ন; (৩) শ্রম পরিদপ্তর, শিল্প সম্পর্ক শিক্ষায়তন (IRI), শ্রম আদালত ও বেপজার কার্যক্রম সম্পাদনের সক্ষমতা বৃদ্ধি; ও (৪) কারখানা পর্যায়ে পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা কর্মসূচী বাস্তবায়ন। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, বেপজা, বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশন, বিজিএমইএ, বিকেএমইএ, Bangladesh Frozen Foods Exporters Association (BFFEA) Leather Goods and

		Footwear Manufacturers Exporters Association (LFMEAB) এবং শ্রমিক সংগঠনসমূহ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করছে।
৩।	Way out of Informality: Formalizing the Informal Economy শীর্ষক আঞ্চলিক প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১২-ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত।)	আইএলও-জাপান সরকারের সহায়তায় তিনটি অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতকে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনার লক্ষ্যে Way out of Informality: Formalizing the Informal Economy শীর্ষক একটি আঞ্চলিক (ভারত, নেপাল ও বাংলাদেশ) কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জানুয়ারি/২০১২-ডিসেম্বর/২০১৬ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ৫০ লক্ষ মার্কিন ডলার যার মধ্যে বাংলাদেশের জন্য বরাদ্দ ১৫ লক্ষ মার্কিন ডলার। প্রকল্পটি বাংলাদেশের নির্মাণ সেক্টরে কাজ করছে। প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষাসহ গণসচেতনতামূলক কর্মশালা-সেমিনার আয়োজন করা হচ্ছে।
৪।	Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh প্রকল্প (অক্টোবর/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬ মেয়াদে)।	বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা এবং আইএলও-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় অক্টোবর/২০১৩-ডিসেম্বর/২০১৬ মেয়াদে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। গত ২২/১০/২০১৩ তারিখে প্রকল্পটির চুক্তি স্বাক্ষর ও বাস্তবায়ন উদ্বোধন করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। প্রকল্পটির মাধ্যমে প্রায় ১৫০০টি পোষাক কারখানা ভবনের উপযুক্ততা যাচাই; শ্রমমান (ভবন ও অগ্নি নিরাপত্তাসহ) পরিদর্শনে সরকারের সক্ষমতা বৃদ্ধি; পেশাগত স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ পরিচালনা; তাজরীন ও রানা প্লাজা ধ্বসে আহতদের পুনর্বাসন ও প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তৈরী পোষাক শিল্পে বেটার ওয়ার্ক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটি শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়সহ সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর এবং মালিক ও শ্রমিক সংগঠনসমূহের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অগ্নি ও ভবন নিরপত্তা যাচাইয়ে সরকারী উদ্যোগে বুয়েটসহ আরো দু'টি সংস্থা কাজ করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের জন্য পরিদর্শন সম্পর্কিত তথ্যাদির একটি ডাটাবেজ তৈরী করা হয়েছে। বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বেটার ওয়ার্ক প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন কার্যক্রম গত ২২/১০/২০১৩ তারিখ উদ্বোধন করা হয়েছে। কর্মসূচীটির মাধ্যমে নির্বাচিত তৈরী পোষাক কারখানাসমূহের শ্রমমান উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী ৩০০ টি তৈরী পোষাক কারখানার জন্য শ্রমমান পরিদর্শন সম্পর্কিত একক মানদন্ড প্রবর্তন করা হবে, যা সকল আন্তর্জাতিক ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করবে। এর ফলে তৈরী পোষাক কারখানাসমূহ বিভিন্ন ক্রেতা-প্রতিষ্ঠান অনুসৃত বিভিন্ন শ্রমমান প্রতিপালন থেকে রেহাই পাবে।
৫।	Improving Fire and General Building Safety in Bangladesh (USA fire safety project প্রকল্প। (জানুয়ারি/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬)	বাংলাদেশের তৈরী পোষাক শিল্পের শ্রমমান উন্নয়নের লক্ষ্যে যুক্তরাজ্যের ডিএফআইডি, নেদারল্যান্ডস, কানাডা এবং আইএলও-এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন Improving Working Conditions in the Ready-Made Garment Sector in Bangladesh প্রকল্প-এর সম্পূরক হিসেবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পটি ১.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয়ে জানুয়ারি/২০১৪ থেকে ডিসেম্বর/২০১৬ মেয়াদে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যসমূহ হলোঃ (১) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত

		বিদ্যমান কাঠামো (regulatory framework) পর্যালোচনাপূর্বক আধুনিকায়ন ও সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে সমন্বয় জোড়দারকরণ; (২) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শন সংক্রান্ত বিদ্যমান কর্মপদ্ধতি (Tools and procedure) পর্যালোচনাপূর্বক আধুনিকায়ন; (৩) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা পরিদর্শন পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান; (৪) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা যাচাই কাজে সহায়তা প্রদান; এবং (৫) অগ্নি ও ভবন নিরাপত্তা সংক্রান্ত ডাটাবেজ স্থাপন।
৬।	Country Level Engagement and Assistance to Reduce (CLEAR) Child Labor project	শিশুশ্রম নিরসনের লক্ষে মার্কিন শ্রম দপ্তরের সহায়তায় বাস্তবায়নের জন্য একটি প্রকল্পের প্রকল্প দলিল স্বাক্ষরিত হয়েছে।
৭।	Overall:Increase awareness and knowledge of and positive attitudes towards reducing the vulnerability of women, including the incidence of violence against women and early marriage.	প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ৫২০.০০ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ প্রকল্প সাহায্য)। চলতি ২০১৫-১৬ অর্থবছরের আরএডিপিতে প্রকল্পটির অনুকূলে মোট ১২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ নির্দিষ্ট আছে। পরিকল্পনা অনুযায়ী জেন্ডার সচেতনতা বৃদ্ধি, মিড লেভেল ম্যানেজমেন্ট এর জন্য প্রশিক্ষণ, বিজিএমইএ ও সংশ্লিষ্ট কারখানার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী ডাক্তার, নার্স, ফার্মাসিস্ট প্রমুখের জন্য প্রশিক্ষণ, প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি ইত্যাদি কাজ চলছে।

''শ্রমিক-মালিক ঐক্য গড়ি, সোনার
মহান মে দিবস
প্রধান অতিথি
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
BICC
মহান মে দিবসে বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

PAKISTAN
AUSTRALIE
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে সভায় বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

শ্রমিক মালিক ঐক্য গড়ি
সোনার বাংলা গড়ে তুলি

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

নিরাপদ কর্ম পরিবেশ
এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়

আএলও এর প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

আএলও এর প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

আএলও এর প্রতিনিধিদের সাথে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর মাননীয় প্রতিমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১ মে শুক্রবার ঢাকায় বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলনকেন্দ্রে মহান মে দিবস উপলক্ষে শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তৃতা করেন।-পিআইডি